গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)

স্মারক নং-মাউশি/সেসিপ/এসপিএসইউ/২-৬০২/বিইডিইউ (অংশ-১)/২০২৩/৬৮০ তারিখ : ১১.০৬.২০২৩ খ্রি.

বিষয় : মাধ্যমিক/দাখিল পর্যায়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন (CA) বিষয়ক মাঠ পর্যায়ের ০৬ (ছয়) দিনব্যাপী ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ পরিচালনার নিমিত্ত জরুরি নির্দেশনা।

সূত্র : (১) এনসিটিবি-এর স্মারক নং : শি ঃ উ ঃ কাউশিই/৬৮/২০০২ ইং (পার্ট-১)/৯১০, ১২ জুন, ২০২৩ খ্রি.
(২) স্মারক নং- মাউশি/সেসিপ/এসপিএসইউ/২-৬০২/বিইডিইউ (অংশ-১)/২০২৩/৬৫৭, ০৬.০৬.২০২৩ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম-এর আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুসারে মাধ্যমিক/দাখিল পর্যায়ের শিক্ষকগণের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন (CA) বিষয়ক মাঠ পর্যায়ের ০৬ (ছয়) দিনব্যাপী ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। বর্ণিত ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণের ৪র্থ-৬ষ্ঠ দিনের প্রশিক্ষণে নিম্নোক্ত জরুরি নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ পরিচালনার নিমিত্ত অনুরোধ করা হলো :

ক) জেলা শিক্ষা অফিসার ও ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটরগণ সংযুক্ত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের সাধারণ নির্দেশাবলি ও বিষয়ভিত্তিক ম্যানুয়াল প্রিন্ট করে প্রধান প্রশিক্ষক ও মাস্টার ট্রেইনারগণকে সরবরাহ করবেন।

খ) বিষয়ভিত্তিক মাস্টার ট্রেইনারগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের প্রাপ্ত প্রিন্টকপি প্রশিক্ষণে ব্যবহার করবেন।

গ) বর্ণিত কর্মসূচির অবশিষ্ট ৪র্থ-৬ষ্ঠ দিনের প্রশিক্ষণ সংযুক্ত ম্যানুয়্যাল ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

২। ২য় (দ্বিতীয়) ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজনের তারিখ ও নির্দেশনা অতিসত্ত্বর জানানো হবে।

সংযুক্তি: বর্ণনানুগ।

১১/০৬/২০২৩
(প্রফেসর ড.সামসুন নাহার)
যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক (অ.দা)
টেলিফোন: ০২২২২৩৩৩৭১২

জেলা শিক্ষা অফিসার : (হবিগঞ্জ, ঝালকাঠি, পটুয়াখালি, রাঙামাটি, সিরাজগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা ব্যতীত) **সকল জেলা** ।

স্মারক নং-মাউশি/সেসিপ/এসপিএসইউ/২-৬০২/বিইডিইউ (অংশ-১)/২০২৩/৬৮০ তারিখ : ১১.০৬.২০২৩ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
[দৃ.আ.: অতিরিক্ত-সচিব (উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।]
২ প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ ও মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩ পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, মাউশি, সকল অঞ্চল ।
৪ উপ-পরিচালক (সকল), সেসিপ, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫ প্রজেক্ট অফিসার (প্রোগ্রাম-৩), এসপিএসইউ, সেসিপ (www.sesip.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬ সংরক্ষণ নথি।

১১/০৬/২০২৩
(মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন)
সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম-২)
০২২২৩৩৫৩৮৪৩

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

www.nctb.gov.bd

স্মারক নং: শিঃ উঃ কাউশিই/৬৮/২০০২ইং(পার্ট-১)/৯৯০

তারিখ: ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ১২ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সেসিপ কর্তৃক পরিচালিত চলমান ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ নির্দেশনা পরিবর্তন প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেসিপ কর্তৃক পরিচালিত ৬ দিনব্যাপি বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের অবশিষ্ট চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দিনের প্রশিক্ষণ নির্দেশনা পরিবর্তন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ এ বর্ণিত মূল্যায়ন নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক প্রস্তুতকৃত নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী পরবর্তী কার্যার্থে এ সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী ব্যাচসমূহের জন্য পূর্ণাঙ্গ ছয়দিনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী পরবর্তীতে প্রেরণ করা হবে।

১২/৬/২০২৩

(প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
ফোন: ২২৩৩-৮৫৪৩২
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
বাংলাদেশ

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ:
যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক
সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

সংযুক্ত: বর্ণনামতে

ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

চতুর্থ দিবস

প্রথম সেশন সময়ঃ ৯.০০ – ১০.৩০

শিরোনামঃ মূল্যায়নের ধারণা

নির্দেশনা

- প্রশিক্ষণার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করে তাদের উত্তর শুনবেন-
  ১। মূল্যায়ন সম্পর্কে আপনারা কী জেনেছেন?
  ২। মূল্যায়ন কেন করা হয়?
  ৩। মূল্যায়ন কে করেন?
  ৪। মূল্যায়ন কোথায় করা হয়?
  ৫। কী মূল্যায়ন করা হয়?
- কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর উত্তর শুনবেন এবং PPT 2.3 এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী মূল্যায়নের ধারণা স্পষ্ট করবেন।
- মুক্তপাঠ থেকে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন বিষয়ক ভিডিওটি প্রদর্শন করবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ৫/৬ জন করে একাধিক দলে ভাগ করবেন।
- প্রতিটি দলকে নিচের কাজটি করতে বলবেন।
- **দলগত কাজঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ৫টি বৈশিষ্ট্য পোস্টার পেপারে লিখবেন।**
- প্রতিটি দলের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে বলবেন। অন্যান্য দলের মতামত শুনবেন। অতঃপর প্রদর্শিত ভিডিও এবং বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার **ক। শিখনকালীন মূল্যায়ন ও খ। সামষ্টিক মূল্যায়ন** এর আলোকে ফিডব্যাক দিবেন।

দ্বিতীয় সেশন সময়ঃ ১১.০০ – ১.০০

শিরোনামঃ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতা ও পারদর্শিতার সূচক

নির্দেশনা

- সকল প্রশিক্ষণার্থীকে বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট ১** নীরবে পড়তে বলবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে জোড় (pair) গঠন করবেন।
- প্রত্যেক জোড়াকে নিচের কাজটি করতে বলবেন।
  জোড়ায় কাজঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ এ শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য কোন কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে?

- দুই/তিনটি জোড়ার কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন। অন্যান্যদের মতামত নিবেন। অতঃপর বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট ১** এর আলোকে একক যোগ্যতা, পারদর্শিতার সূচক ও পারদর্শিতার মাত্রার সম্পর্ক নিয়ে ফিডব্যাক দিবেন।

তৃতীয় সেশন সময়ঃ ২.০০ – ৪.০০

শিরোনামঃ শিখনকালীন মূল্যায়ন

নির্দেশনা

- প্রশিক্ষণার্থীদের ৫/৬ জন করে একাধিক দলে ভাগ করবেন।
- প্রতিটি দল পাঠ্যপুস্তকের একটি করে অভিজ্ঞতা/অধ্যায় নিয়ে নিচের দলগত কাজটি করবেন।
  দলগত কাজঃ পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকায় প্রদত্ত অভিজ্ঞতা/অধ্যায়ের কাজসমূহকে কীভাবে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে নিরূপণ করবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট ২** পড়তে বলবেন।
- দলের সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন অথবা সংযোজন প্রয়োজন হলে তা করবেন।
- প্রতিটি দলের প্রণীত অভিজ্ঞতাভিত্তিক/অধ্যায়ভিত্তিক শিখন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া উপস্থাপন করতে বলবেন। অন্যান্য দলের মতামত শুনবেন। অতঃপর বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট ২** এর আলোকে ফিডব্যাক দিবেন।

পঞ্চম দিবস

প্রথম সেশন সময়ঃ ৯.০০ – ১০.৩০

শিরোনামঃ শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের উপায়

নির্দেশনা

- প্রশিক্ষণার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করে তাদের উত্তর শুনবেন-
  ১। বর্তমানে আপনারা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের তথ্য কীভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন?
  ২। শিখন কার্যক্রম চলাকালীন কখন এবং বছরে কতবার শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করবেন?
- কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর উত্তর শুনবেন এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের উপায় সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ৫/৬ জন করে একাধিক দলে ভাগ করবেন।

- প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট ৩** পর্যালোচনা করতে বলবেন।
- প্রতিটি দল পাঠ্যপুস্তকের অন্য যেকোনো একটি অভিজ্ঞতা/অধ্যায় নিয়ে পরিশিষ্ট ৩ এর অনুরূপ একটি ছক পোস্টার পেপারে তৈরি করবেন। ছকে নির্ধারিত অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করবেন। এখানে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা এবং বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট ২**এর সহায়তা নিবেন।
- প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন। অন্যান্য দলের মতামত শুনবেন। অতঃপর বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট ২ ও পরিশিষ্ট ৩** এর আলোকে ফিডব্যাক দিবেন।

দ্বিতীয় সেশন সময়ঃ ১১.০০ – ১.০০

শিরোনামঃ সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

নির্দেশনা

- প্রশিক্ষণার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করে তাদের উত্তর শুনবেন-

১। সামষ্টিক মূল্যায়ন বলতে কী বুঝেন?

২। বিগত বছরগুলোতে আপনারা সামষ্টিক মূল্যায়ন কীভাবে করেছেন?

৩। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২২ এ সামষ্টিক মূল্যায়ন কীভাবে করতে বলা হয়েছে?

- পাঁচ-ছয় জন প্রশিক্ষণার্থীর উত্তর শুনবেন। অতঃপর সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার ভূমিকা, শিক্ষকের করণীয় ও সামষ্টিক মূল্যায়ন অংশ পড়তে বলবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ৫/৬ জন করে একাধিক দলে ভাগ করবেন।
- প্রতিটি দলকে নিচের কাজটি করতে বলবেন।
  দলগত কাজঃ সামষ্টিক মূল্যায়নে কোন কোন একক যোগ্যতার মূল্যায়ন করা হবে?
- প্রতিটি দলের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে বলবেন। অন্যান্য দলের মতামত শুনবেন। অতঃপর সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার **ভূমিকা, শিক্ষকের করণীয় ও সামষ্টিক মূল্যায়ন** অংশের আলোকে ফিডব্যাক দিবেন।

তৃতীয় সেশন সময়ঃ ২.০০ – ৪.০০

শিরোনামঃ সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহের ছক

নির্দেশনা

- সামষ্টিক মূল্যায়নের শিক্ষার্থীদের কাজের ভাষা সাহিত্য উৎসব অংশ, **সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার পরিশিষ্ট ১** এবং মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের ছক (**সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার পরিশিষ্ট ৩**) পড়তে বলবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে জোড় (pair) গঠন করবেন।
- প্রত্যেক জোড়াকে নিচের তিনটি কাজ করতে বলবেন।
  জোড়ায় কাজঃ
  ১। সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার পর্যায়সমূহ চিহ্নিত করবেন।
  ২। একটি বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়নের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে সম্ভাব্য কত দিন/ঘণ্টা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?
  ৩। ধারাবাহিক মূল্যায়নের রুব্রিক্স এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের রুব্রিক্স এর মধ্যে অভিন্ন ধারণাসমূহ কী?
- দুই/তিনটি জোড়ার কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন। অন্যান্যদের মতামত নিবেন। অতঃপর সামষ্টিক মূল্যায়নের শিক্ষার্থীদের **কাজের** ভাষা সাহিত্য উৎসব অংশ, **সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার পরিশিষ্ট ১** এবং মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের ছক (**সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার পরিশিষ্ট ৩**) এর আলোকে ফিডব্যাক দিবেন।

ষষ্ঠ দিবস

প্রথম সেশন সময়ঃ ৯.০০ – ১০.৩০

শিরোনামঃ বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত প্রক্রিয়া

নির্দেশনা

- শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার সনদ কীরকম হওয়া প্রয়োজন বলে আপনারা মনে করেন?
- কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর উত্তর শুনবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ৫/৬ জন করে একাধিক দলে ভাগ করবেন।
- প্রতিটি দলকে নিচের কাজটি করতে বলবেন।
  দলগত কাজঃ শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মূল্যায়ন রিপোর্ট কার্ডে কী ধরনের পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে আপনি/আপনারা মনে করেন?
- প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার **খ** (**শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ**) এবং **পরিশিষ্ট ৪** পড়তে বলবেন।
- দলের সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন অথবা সংযোজন প্রয়োজন হলে তা করবেন।
- প্রতিটি দলের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে বলবেন। অন্যান্য দলের মতামত শুনবেন। অতঃপর বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার **খ** (**শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ**) এবং **পরিশিষ্ট ৪** এর আলোকে ফিডব্যাক দিবেন।

দ্বিতীয় সেশন সময়ঃ ১১.০০ – ১.০০

শিরোনামঃ আচরণিক সূচক ও মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত প্রক্রিয়া

নির্দেশনা

- প্রশিক্ষণার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করে তাদের উত্তর শুনবেন-

  ১। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের আচরণের মূল্যায়ন কীভাবে করা হয়?

  ২। শিক্ষার্থীদের আচরণিক মূল্যায়ন কীভাবে মূল্যায়ন সনদে উপস্থাপন করা হয়?

- চার/পাঁচ জন প্রশিক্ষণার্থীর উত্তর শুনবেন। অতঃপর **সহায়ক তথ্য** এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট ৫** অংশ পড়তে বলবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ১১ জন করে একাধিক দলে ভাগ করবেন।
- প্রতিটি দলকে আচরণিক মূল্যায়নের কাজটি করতে বলবেন। কাজ করার সময় প্রতিটি দল থেকে একজন সদস্যকে দলের অন্য ১০ জন সদস্য বিগত ছয় দিনের কর্মকাণ্ডের আলোকে তার আচরণিক মূল্যায়ন করবেন। এ কাজে আচরণিক সূচক ছক ব্যবহার করবেন।
- একটি দলের দশজন মূল্যায়নকারীর মূল্যায়নকে সমন্বয় করে **আচরণিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্ট** প্রস্তুত করবেন।
- প্রতিটি দল থেকে একজন প্রস্তুতকৃত **আচরণিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্ট** উপস্থাপন করবেন।
- প্রশিক্ষকের কোনো ফিডব্যাকের প্রয়োজন হলে তা দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করবেন।

সহায়ক তথ্য

শিক্ষার্থীদের আচরণ মূল্যায়নের জন্য ১০টি আচরণিক সূচক রয়েছে। একজন শিক্ষার্থীর ১০টি বিষয়ের ১০ জন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক পৃথকভাবে আচরণিক সূচক ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন। পারদর্শিতার সূচকের ন্যায় প্রতিটি আচরণিক সূচকেরও তিনটি মাত্রা রয়েছে। সামষ্টিক মূল্যায়নের পূর্ববর্তী ছয় মাসের শ্রেণির এবং শ্রেণির বাইরের বিভিন্ন কাজের উপর ভিত্তি করে একজন বিষয় শিক্ষক ১০টি আচরণিক সূচক ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন।

একজন শিক্ষার্থী কোনো একটি আচরণিক সূচকে ১০ জন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের মূল্যায়নে যে মাত্রা বেশি সংখ্যকবার পাবে, শিক্ষার্থীর আচরণিক ট্রান্সক্রিপ্ট-এ সে মাত্রা দেয়া হবে। কোনো সূচকের বিপরীতে চতুর্ভুজ ও বৃত্ত মাত্রার মূল্যায়ন সমান সংখ্যকবার হলে শিক্ষার্থী বৃত্ত পাবে, চতুর্ভুজ ও ত্রিভুজ মাত্রার মূল্যায়ন সমান সংখ্যকবার হলে শিক্ষার্থী ত্রিভুজ পাবে। বৃত্ত ও ত্রিভুজ মাত্রার মূল্যায়ন সমান সংখ্যকবার হলে শিক্ষার্থী ত্রিভুজ পাবে । এভাবে একজন শিক্ষার্থীর ১০টি আচরণিক সূচক নির্ধারিত হবে। ১০টি বিষয়ের ১০ জন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের আচরণিক মূল্যায়ন সমন্বয় করবেন প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণি শিক্ষক।

তৃতীয় সেশন সময়ঃ ২.০০ – ৪.০০

শিরোনামঃ আচরণিক সূচক ও মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত প্রক্রিয়া (চলমান) ও সমাপনী অধিবেশন

নির্দেশনা

- মূল্যায়নকারীদের নিকটে জানতে চাইবেন- আগের সেশনে আপনারা কীভাবে দলের একাধিক সদস্যের মূল্যায়ন রেকর্ড করেছেন?
- এখানে কোনো ছক ব্যবহার করেছেন কি না?
- প্রশিক্ষণার্থীদের নিচের একক কাজটি করতে বলবেন।
  একক কাজঃ আচরণিক মূল্যায়ন রেকর্ড করার জন্য **সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার** কোন ছক ব্যবহার করা যায়? সপক্ষে যুক্তি দিন।
- কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর মতামত শুনেন। প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিবেন।
- এই প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা আপনার প্রতিষ্ঠানে কীভাবে প্রয়োগ করবেন? কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর উত্তর শুনবেন।
- অতঃপর সমাপনী অধিবেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সমাপ্ত করবেন।

শিক্ষাক্রম ২০২২

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয় : বাংলা | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬ষ্ঠ শ্রেণির ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : বাংলা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

সূচিপত্র

ভূমিকা ৪

ক) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ৫

খ) শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ ৫

গ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা ৬

পরিশিষ্ট ১ ..... ৭

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI) ৭

পরিশিষ্ট ২ ..... ১৩

সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের সাথে পারদর্শিতার সূচকের সমন্বয় ১৩

পরিশিষ্ট ৩ ..... ১৪

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক ১৪

পরিশিষ্ট ৪ ..... ১৭

পরিশিষ্ট ৫ ..... ১৯

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী,

২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে নতুন শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। তারপরেও, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়ন বিধায় এই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনাদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা সে সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে-

১। নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তা এখন আর মূল বিবেচ্য বিষয় নয়, বরং যোগ্যতার সব কয়টি উপাদান—জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।

২। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ করবেন।

৩। **রিপোর্টকার্ডে অর্থাৎ ট্রান্সক্রিপ্টে নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।**

৪। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

২০২৩ সালে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেওয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (■ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পর একটি ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে।

ক) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✓ ২০২৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বাংলা বিষয়ের ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী বাংলা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীদের যে ধরনের তথ্য জানা প্রয়োজন সেগুলো 'ভাষা ও সাহিত্য উৎসব' নামে নির্দেশনা আকারে প্রস্তুত করা আছে। **উৎসবের অন্তত ৭ দিন আগে বাংলা বিষয়ে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশনা দিয়ে রাখবেন। তারা যেন অবশ্যই ঐদিন নিজ নিজ পাঠ্যবইটি সাথে করে নিয়ে আসে সে ব্যাপারেও নির্দেশনা দেবেন।** প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন নির্দেশনাটি সুস্পটভাবে পায় তা নিশ্চিত করবেন। **কোন দিন** 'ভাষা ও সাহিত্য উৎসব' অনুষ্ঠিত হবে, সেই তারিখ ও সময় তাদের জানিয়ে রাখবেন। অন্যান্য বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করে বাংলা বিষয়ের জন্য সময় নির্ধারণ করবেন।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে। **সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাইয়ের জন্য কার্যক্রম অনুযায়ী 'পারদর্শিতার সূচক' নির্দিষ্ট করা আছে। কোন কার্যক্রমের জন্য কোন সূচক হবে তা পরিশিষ্ট-২ এ সংযুক্ত আছে। সামষ্টিক মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং বিশ্লেষণ করবেন। পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে 'সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক' (পরিশিষ্ট-৩) অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দক্ষতার মাত্রা নির্ধারণ করবেন।**
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নে কিছু কার্যক্রম রয়েছে যেগুলোতে শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। মূল্যায়ন উৎসবের কয়েকদিন আগে কার্যক্রম অনুযায়ী লটারির মাধ্যমে দল ভাগ করে দেবেন। দলের সদস্যরা যেন দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয় সে ব্যাপারে লক্ষ রাখবেন। কার্যক্রমগুলো শিক্ষার্থীরা দলে উপস্থাপন করলেও তাদের একক পারফরম্যান্স অনুযায়ী 'সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক' পূরণ করবেন।
- ✓ 'ভাষা ও সাহিত্য উৎসব' –এর মাধ্যমে সামষ্টিক মূল্যায়ন বাস্তবায়নের জন্য নমুনা বিষয়বস্তু, সময়, প্রশ্ন, কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা অনুসরণ করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয় ও কৌশলের পরিবর্তন-পরিমার্জন, সংযোজন-বিয়োজন করতে পারবেন।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নের যেসব ক্ষেত্রে লেখা কিংবা মুখে বলার কাজ রয়েছে, শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদা (প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি) বিবেচনায় নিয়ে সেখানে বিকল্প উপায়ে প্রকাশের সুযোগ রাখবেন।
- ✓ অন্য শিক্ষক বা ভিন্ন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন হলে তাদেরকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখবেন।
- ✓ বিশেষ প্রয়োজন হলে কোনো শিক্ষার্থীর জন্য পুনঃমূল্যায়নের সুযোগ রাখতে পারবেন।

খ) শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের নমুনা ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (■ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। **এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে**

একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে -

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনবারই ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভুজ (■) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

গ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন - নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনোবারই ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভুজ ত্রিভুজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			■	○	△
৬.১ পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারা।	৬.১.১	নিজের এবং অন্যের প্রয়োজন ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	অন্যের সাথে যোগাযোগের সময়ে নিজের চাহিদা প্রকাশ করতে পারছে	অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে ঐ ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিতে পারছে	অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে
	৬.১.২	মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারছে	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করতে পারছে	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে	মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগের পাশাপাশি ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে
৬.২ নতুন ও পরিবর্তিত প্রতিবেশে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।	৬.২.১	বাংলা ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	বাংলা ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোকে প্রমিত রূপে উচ্চারণের অনুশীলন করছে
	৬.২.২	প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে প্রমিত বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করছে	পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারার দক্ষতায় ক্রমান্বয়ে উন্নতি করেছে	কোনো বিষয়ের উপর প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৬.৩ শব্দের শ্রেণি ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করতে পারা।	৬.৩.১	লেখায় শব্দের শ্রেণি বিবেচনায় নিতে পারছে	সংক্ষিপ্ত লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	দীর্ঘ লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য তৈরির সময়ে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ বিবেচনায় নিতে পারছে
	৬.৩.২	লেখায় শব্দের অর্থ্যবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে	নির্দিষ্ট শব্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার শনাক্ত করতে পারছে	অর্থবৈচিত্র্য অনুযায়ী শব্দ পরিবর্তন করতে পারছে	বাক্য তৈরির সময়ে শব্দের অর্থবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে
	৬.৩.৩	বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্তের পাশাপাশি যতিচিহ্ন ব্যবহারের কারণ উল্লেখ করতে পারছে	বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য ও যতিচিহ্ন ব্যবহার করে অনুচ্ছেদ লিখতে পারছে

৬.৪ প্রায়োগিক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে পারা। ৬.৬ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখতে পারা, অনুভূতি উপস্থাপন করতে পারা এবং বিভিন্ন ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা।	৬.৪.১	বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য শনাক্ত করতে পারছে	লেখা থেকে শনাক্তকৃত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন ও মতামত প্রকাশ করতে পারছে	নিজের মতো করে বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রস্তুত করতে পারছে
৬.৫ সাহিত্যের প্লট, চরিত্রায়ণ, মূলভাব ও রূপরীতি বুঝতে পারা, নিজের জীবন ও পরিপার্শের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে বোধ ও চেতনার সমৃদ্ধি ঘটানো এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতি প্রয়োগ করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।	৬.৫.১	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে	সাহিত্য পড়ে বিষয় ও বক্তব্য বুঝতে পারছে	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে অন্যের মতের সাথে যাচাই করতে পারছে
	৬.৫.২	সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করতে পারছে
	৬.৫.৩	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের রচনাটি সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যাচাই করতে পারছে
৬.৭ কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়কে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে যথাযথভাবে বোঝার জন্য কৌতূহলমূলক প্রশ্ন করতে পারা, নিজের অভিমতের যথার্থতা ফলাবর্তনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করা।	৬.৬.১	নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এর যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করতে পারছে	যথাযথ প্রশ্ন করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে	তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তথ্যের যথার্থতা যাচাই করতে পারছে
	৬.৬.২	নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি মতের পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে	যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি অন্যের মতামত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারছে

ভাষা ও সাহিত্য উৎসব

বাংলা বিষয়ে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশনা		
কার্যক্রম	নির্দেশনা	সময়
১. প্রমিত ভাষার ব্যবহার	বাড়ি থেকে করে এনে শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে: নিজের বাড়িতে অপ্রমিত/আঞ্চলিক উচ্চারণ হয় এমন দশটি শব্দ পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে শনাক্ত করতে হবে। শব্দগুলোর অপ্রমিত/আঞ্চলিক উচ্চারণ এবং প্রমিত উচ্চারণ একটি কাগজে নাম ও আইডিসহ লিখে জমা দিতে হবে। যাদের সাথে আলোচনা করে এ কাজটি করা হয়েছে কাগজে তাদের নাম, পরিচয় ও স্বাক্ষর থাকতে হবে।	
	● ৬ষ্ঠ শ্রেণির বাংলা পাঠ্য বইয়ের বাইরে থেকে যে কোনো কবিতার প্রথম ১০ লাইন এবং সংবাদপত্র থেকে যে কোনো বিষয়ের উপর সংবাদপত্রের একটি খবরের ৫ লাইন বাছাই করতে হবে। ● প্রমিত উচ্চারণে বাছাইকৃত কবিতাটি আবৃত্তি করতে হবে এবং খবরটি পাঠ করতে হবে। ● কবিতা আবৃত্তি এবং খবর পাঠের কাজটি লেখা দেখে করা যাবে।	২-৩ মিনিট (প্রতিজন)
২. যোগাযোগ করা	বাড়ি থেকে করে এনে শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে: বয়স ও সম্পর্কের বৈচিত্র্যতা বিবেচনায় নিয়ে যে কোনো ব্যক্তির সাথে কীভাবে মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগের করা উচিত এ ব্যাপারে পরিবার বা পরিবারের বাইরের অন্তত দুইজন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে । এরপর এ বিষয়টি নিয়ে এক পৃষ্ঠার মধ্যে একটি তালিকা লিখিতভাবে প্রস্তুত করে নাম ও আইডিসহ লিখে জমা দিতে হবে। যাদের সাথে আলোচনা করে এ কাজটি করা হয়েছে কাগজে তাদের নাম, পরিচয় ও স্বাক্ষর থাকতে হবে।	
	● অন্যের সাথে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ● তথ্য সংগ্রহের জন্য লটারির মাধ্যমে ৫ সদস্যের দল তৈরি করে দেওয়া হবে। ● সংগৃহীত তথ্য দলগতভাবে জমা দিতে হবে। ● দলের প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিবে।	৪৫-৬০ মিনিট (প্রতি দল)
৩. ভাষায় শব্দ, বাক্য ও যতিচিহ্নের ব্যবহার	● প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একাধিক বিষয় থেকে যে কোনো একটি বিষয় নির্ধারন করে নিতে হবে। ● বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ, বাক্য ও যতিচিহ্ন প্রয়োগ করে নির্ধারিত বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ৪০০ শব্দের মধ্যে একটি কথোপকথন (Dialogue) প্রস্তুত করতে হবে। এরপর প্রস্তুতকৃত কথোপকথন নিয়ে আরো কিছু কাজ দেওয়া হবে। ● এ কাজের সময় পাঠ্য বইয়ের সাহায্য নেওয়া যাবে।	৪৫-৬০ মিনিট (প্রতিজন)
৪. চারপাশের লেখা বিশ্লেষণ	● প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একাধিক বিষয় থেকে যে কোনো একটি বিষয় নির্ধারন করে নিতে হবে। ● বিষয়টি নিয়ে কিছু লিখিত কাজ দেওয়া দেওয়া। ● এ কাজের সময় পাঠ্য বইয়ের সাহায্য নেওয়া যাবে।	৩০-৪৫ মিনিট (প্রতিজন)

শিক্ষকের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা

উৎসবের অন্তত ৭ দিন আগে বাংলা বিষয়ে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশনা দিয়ে রাখবেন। তারা যেন অবশ্যই ঐদিন নিজ নিজ পাঠ্যবইটি সাথে করে নিয়ে আসে সে ব্যাপারেও নির্দেশনা দেবেন। উৎসবের আগে ও উৎসবের দিন কার্যক্রম অনুযায়ী নিচের নির্দেশনার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয় ও কাজ নির্ধারণ করবেন। এ কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য আগে থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখবেন।

১. প্রমিত ভাষার ব্যবহার

বাড়ি থেকে করে এনে জমা দেবার কাজটি শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন এবং কাজটি কেমন হবে তা সুস্পষ্ট করার জন্য নিচের নমুনাটি বোর্ডে লিখে দেখাবেন এবং সে অনুযায়ী কাজটি জমা দিতে বলবেন।

নমুনা কাজ: বাড়িতে অপ্রমিত/আঞ্চলিক উচ্চারণ হয় এমন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ		
শব্দ	অপ্রমিত/আঞ্চলিক উচ্চারণ	প্রমিত উচ্চারণ
১) করছি	কইচ্ছি	কোরসি
২) ঘুম	গুম	ঘুম্
৩)		
৪)		
যাদের সাথে আলোচনা করে কাজটি করেছি: ক) নাম: সম্পর্ক: স্বাক্ষর খ) নাম: সম্পর্ক: স্বাক্ষর		

আবৃত্তি ও পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিয়ে রাখবেন, তারা যেন প্রত্যেকে নিজের মতো কবিতা ও সংবাদপত্রের যে কোনো খবর বাছাই করে। ৬ষ্ঠ শ্রেণির বাংলা পাঠ্য বইয়ের বাইরের যে কোনো কবিতা বাছাই করার নির্দেশনাটি স্মরণ করিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন, তারা দেখে কিংবা না দেখে আবৃত্তি ও পাঠের কাজটি করতে পারবে। এটা বলে রাখবেন যে কবিতা আবৃত্তি ও পাঠের সময় শব্দের প্রমিত উচ্চারণের ব্যাপারে বিশেষভাবে খেয়াল করা হবে এবং আবৃত্তি করার প্রস্তুতি হিসেবে বাড়িতে অনুশীলন করার পরামর্শ দেবেন। সময় এবং কাজের সুবিধার্থে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ক্লাসের সামনে এনে আবৃত্তি ও পাঠ করানোর পরিবর্তে নিজেদের সিট থেকে দাঁড়িয়ে করানো যাবে।

২. যোগাযোগ করা

বাড়ি থেকে করে এনে জমা দেবার কাজটি শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন এবং কাজটি কেমন হবে তা সুস্পষ্ট করার জন্য নিচের নমুনাটি বোর্ডে লিখে দেখাবেন এবং সে অনুযায়ী কাজটি জমা দিতে বলবেন।

নমুনা কাজ: বয়স ও সম্পর্কের বৈচিত্র্যতা বিবেচনায় মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য
ক) খ) গ)
যাদের সাথে আলোচনা করে কাজটি করেছি: ক) নাম: সম্পর্ক: স্বাক্ষর খ) নাম: সম্পর্ক: স্বাক্ষর

পরবর্তী কাজের জন্য উৎসবের নির্ধারিত দিনটির আগেই শিক্ষার্থীদের কিছু দলে বিভক্ত করে দেবেন। ভাগ করা দলগুলোকে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহের জন্য একেকটি বিষয় নির্ধারণ করে দেবেন। বিষয়গুলো যেন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং বয়স উপযোগী হয় হয় সে ব্যাপারে লক্ষ রাখবেন। বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অন্যদের সাথে কথা বলে ও পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করবে। অন্য শিক্ষক বা ভিন্ন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হলে ঐ শিক্ষক বা ঐ ক্লাসের শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই জানিয়ে রাখবেন। বিষয় অনুযায়ী প্রতি দল কাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে সে ব্যাপারেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। প্রত্যেক সদস্য নিজেদের

মধ্যে কাজ ভাগ করে নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সংগৃহীত তথ্য একত্র করে দলগতভাবে একটি কাজ হিসেবে শিক্ষকের কাছে জমা দেবে। নিচে কিছু বিষয় ও নির্দেশনার নমুনা দেওয়া হলো:

নিচের বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করে নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করো।

নমুনা কাজ: যোগাযোগ করা		
	বিষয়	নির্দেশনা
১	বিদ্যালয়কে আরো সুন্দর করার জন্য যা করা যেতে পারে	• বিষয়টি নিয়ে দলগতভাবে আলোচনা করো। • আলোচনা করা বিষয়গুলো তালিকা আকারে কাগজে লেখো। • এ তালিকা বিদ্যালয়ের অপর একজন শিক্ষক বা পূর্ব-নির্ধারিত একজন ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করো। • তালিকা ও অন্যদের মতামত একত্র করে দলগতভাবে একটি কাজ হিসেবে জমা দাও।
২	প্রিয় বই	• অন্যদের প্রিয় বই সম্পর্কে জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্যে কী কী প্রশ্ন করা যায় তা নিয়ে দলগতভাবে আলোচনা করো। • আলোচনা করা প্রশ্নগুলো কাগজে ধারাবাহিকভাবে লেখো। • এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে অপর একজন শিক্ষক বা পূর্ব-নির্ধারিত একজন ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করো। • সংগৃহীত তথ্য একত্র করে দলগতভাবে একটি কাজ হিসেবে জমা দাও।
৩	অবসর সময়ে যা করি	• অন্যদের পছন্দের কাজ সম্পর্কে জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্যে কী কী প্রশ্ন করা যায় তা নিয়ে দলগতভাবে আলোচনা করো। • আলোচনা করা প্রশ্নগুলো কাগজে ধারাবাহিকভাবে লেখো। • এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে অপর একজন শিক্ষক বা পূর্ব-নির্ধারিত একজন ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করো। সংগৃহীত তথ্য একত্র করে দলগতভাবে একটি কাজ হিসেবে জমা দাও।

৩. ভাষায় শব্দ, বাক্য ও যতিচিহ্নের ব্যবহার

পূর্বনির্ধারিত একাধিক কিছু বিষয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি বিষয় নির্ধারণ করে এর উপর সর্বোচ্চ ৪০০ শব্দের মধ্যে একটি কথোপকথন (Dialogue) প্রস্তুত করতে বলবেন। কথোপকথন বলতে কী বোঝায় সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সুস্পট ধারণা না থাকলে এ ব্যাপারে সে ধারণা দেবেন।

মুখস্ত বা গাইড নির্ভর নয়, এমন কিছু বিষয় শিক্ষক আগে থেকেই নির্ধারণ করে রাখবেন। এজন্য বিষয়গুলো স্থানীয় স্থাপনা বা স্থান, এলাকার সমস্যা বা চাহিদা, নির্দিষ্ট ধরনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সাম্প্রতিক সময়ে ঘটা স্থানীয় বা জাতীয় ঘটনা, বিদ্যালয়ের সমস্যা বা চাহিদা, বিদ্যালয়ের বিশেষ ঘটনা ইত্যাদি। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যেন একই ধরনের বিষয় নিয়ে না লেখে সে জন্য কয়েকটি বিষয় নিয়ে একটি করে 'বিষয় গুচ্ছ' তৈরি করবেন এবং পাশাপাশি তিনজন শিক্ষার্থী তিনটি পৃথক গুচ্ছ থেকে যে কোনো একটি বিষয় নির্ধারণ করে অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করবে। শিক্ষার্থীদের কীভাবে গুচ্ছ থেকে বিষয় নির্ধারণ করতে হবে তার একটি নমুনা নিচে দেওয়া দেওয়া হলো। একইসাথে কথোপকথন প্রস্তুত করার সময় তাদের কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে এবং অনুচ্ছেদ করার পর কী ধরনের কাজ করতে হবে তাও নিচে দেওয়া হলো।

নমুনা কাজ: ভাষায় শব্দ, বাক্য ও যতিচিহ্নের ব্যবহার		
তোমার জন্য যে বিষয় গুচ্ছ নির্ধারিত হয়েছে সেটি থেকে যে কোনো একটি বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ৪০০ শব্দের মধ্যে কথোপকথন প্রস্তুত করো। বিষয়টি সম্পর্কে তোমার যে কোনো পর্যবেক্ষণ, মতামত, অনুভূতি বা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই কথোপকথনে উল্লেখ করতে পারবে। লক্ষ্য রাখবে যেন তোমার পাশের সহপাঠীদের সাথে গুচ্ছটি না মিলে:		
বিষয় গুচ্ছ ১	বিষয় গুচ্ছ ২	বিষয় গুচ্ছ ৩
ক) স্থান: বড়দিঘী খ) স্থাপনা: জমিদার বাড়ি গ) ঘটনা: শীতকালীন মেলা ঘ) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা: যে কোনো দাওয়াতে যাবার অভিজ্ঞতা	ক) স্থান: নতুন বাজার খ) স্থাপনা: বড় ব্রিজ গ) ঘটনা: বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ ঘ) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা: গ্রীষ্মকালীন বন্ধের সময় যা করেছিলাম	ক) স্থান: চার রাস্তার মোড় খ) স্থাপনা: নতুন নিউমার্কেট গ) ঘটনা: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঘ) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা: বিদ্যালয়ে আমার প্রথম দিন
** উপরের গুচ্ছগুলোতে যে ধরনের বিষয় দেওয়া হয়েছে সেগুলো নমুনা মাত্র। বিদ্যালয় ও স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় শিক্ষক বিষয় নির্ধারণ করবেন।		

নির্দেশনা:

- কথোপকথনটি প্রস্তুত করার সময় পাঠ্যবইয়ের সাহায্য নেওয়া যাবে। এতে যেন বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ, বাক্য এবং যতিচিহ্ন ব্যবহার হয় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবে।
- কথোপকথন রচনা শেষে এটি থেকে নিচের কাজগুলো করবে:
  ক) যে কোনো ৪ শ্রেণির একটি করে শব্দ এবং এটি কোন ধরনের শব্দ উল্লেখ করবেন।
  খ) যে কোনো ৩ শ্রেণির একটি করে বাক্য এবং এটি কোন ধরনের বাক্য উল্লেখ করবেন।
  গ) এতে যত ধরনের যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে থেকে ৫ ধরনের যতিচিহ্ন উল্লেখ করো।
  ঘ) কথোপকথনে ব্যবহার করেছ এমন যে কোনো ৩টি শব্দের প্রতিশব্দ এবং বিপরীত শব্দ উল্লেখ করো।

৪. চারপাশের লেখা বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোকে চারপাশের বিভিন্ন ধরনের লেখা থেকে ৪ ধরনের লেখা শিক্ষার্থীদের বিষয় হিসেবে দেবেন। এর মধ্যে থেকে শিক্ষার্থীরা যে কোনো একটি নির্ধারণ করবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যেন একই বিষয় না পায় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন। একইসাথে ঐ ধরনের লেখা সে কোথায় দেখেছে এবং লেখাটি লেখাটি কীরূপ ছিল তা উল্লেখ করবে। একইসাথে তার স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ঐ বিষয়ের উপর দুটি নমুনা লেখা প্রস্তুত করবে। শিক্ষার্থীদের কীভাবে বিষয় নির্ধারণ করতে দেবেন এবং বিষয় অনুযায়ী কাজ করতে দেবেন তার নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

নমুনা কাজ: চারপাশের লেখা বিশ্লেষণ
নিচের ৪টি বিষয় থেকে যে কোনো একটি নির্ধারণ করো। লক্ষ্য রাখবে যেন তোমার পাশের সহপাঠীদের সাথে বিষয়টি না মিলে: ক) সাইনবোর্ড খ) পোস্টার গ) ব্যানার ঘ) বিজ্ঞাপন
এবার নির্ধারিত বিষয়টির উপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজে তুমি পাঠ্যবইয়ের সহায়তা নিতে পারবে। ক) এ ধরনের লেখা সাধারণত কী উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয় বলে তুমি মনে করো? খ) এ ধরনের লেখা সরাসরি বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে (বই, কমিকস, পত্রিকা, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি) তুমি কোথায় কোথায় দেখেছ উল্লেখ করো? গ) যে ধরনের নমুনা তুমি দেখেছিলে তার মধ্য থেকে যে কোনো একটি নির্ধারণ করো এবং সেটিতে কী ধরনের লেখা ছিল বলে তোমার মনে পড়ে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করো। যেভাবে লেখাটি প্রস্তুত করা হয়েছিল তাতে এর উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে কি না এ ব্যাপারে তোমার মতামত দাও। ঘ) নির্ধারিত বিষয়ের উপর তুমি একটি নমুনা লেখা প্রস্তুত করো। লক্ষ্য রাখবে এটি যেন তোমার পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ নমুনার সাথে হুবুহ না মিলে যায়।

পরিশিষ্ট ২

সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের সাথে পারদর্শিতার সূচকের সমন্বয়

সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নেবেন।

উদাহরণস্বরূপ, 'যোগাযোগ করা' কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের সুবিধার্থে দুইটি পারদর্শিতার সূচক নির্বাচন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বাকি তিনটি কার্যক্রমের প্রতিটির জন্য কোন পারদর্শিতার সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিচের ছকে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক 'ভাষা ও সাহিত্য উৎসব' -এর কার্যক্রম পরিচালনার সময় ও পরবর্তিতে শিক্ষার্থীদের জমা দেওয়া বিভিন্ন ধরনের কাজ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করবেন। এর ভিত্তিতে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কার্যক্রম অনুযায়ী নিচে নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচকগুলোর মাত্রা নির্ধারণ করবেন। কী ধরনের পারদর্শিতার ভিত্তিতে প্রতিটি সূচকের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে তা পরিশিষ্ট-১ এ উল্লেখ আছে।

সামষ্টিক মূল্যায়নের কার্যক্রম	পারদর্শিতার সূচক
১. যোগাযোগ করা	৬.১.১ নিজের এবং অন্যের প্রয়োজন ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে
	৬.১.২ মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারছে
২. প্রমিত ভাষার ব্যবহার	৬.২.১ বাংলা ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে
	৬.২.২ প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারছে
৩. ভাষায় শব্দ, বাক্য ও যতিচিহ্নের ব্যবহার	৬.৩.১ লেখায় শব্দের শ্রেণি বিবেচনায় নিতে পারছে
	৬.৩.২ লেখায় শব্দের অর্থ্যবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে
	৬.৩.৩ বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে
৪. চারপাশের লেখা বিশ্লেষণ	৬.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে

পরিশিষ্ট ৩

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন											
প্রতিষ্ঠানের নাম :								তারিখ:			
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ		বিষয় : বাংলা						শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :			
		প্রযোজ্য PI/BI নং									
রোল নং	নাম										
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		প্রযোজ্য PI/BI নং									
রোল নং	নাম										
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৪

ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট

প্রতিষ্ঠানের নাম						
শিক্ষার্থীর নাম :						
শিক্ষার্থীর আইডি :	শ্রেণি : ষষ্ঠ	শাখা:	শিফট:	বিষয় : বাংলা	শিক্ষকের নাম :	

পারদর্শিতার সুচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৬.১.১ নিজের এবং অন্যের প্রয়োজন ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	□	○	△
	অন্যের সাথে যোগাযোগের সময়ে নিজের চাহিদা প্রকাশ করতে পারছে	অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে ঐ ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিতে পারছে	অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে
৬.১.২ মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারছে	□	○	△
	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করতে পারছে	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে	মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগের পাশাপাশি ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে
৬.২.১ বাংলা ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	□	○	△
	বাংলা ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোকে প্রমিত রূপে উচ্চারণের অনুশীলন করছে
৬.২.২ প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারছে	□	○	△
	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে প্রমিত বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করছে	পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারার দক্ষতায় ক্রমান্বয়ে উন্নতি করেছে	কোনো বিষয়ের উপর প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৬.৩.১ লেখায় শব্দের শ্রেণি বিবেচনায় নিতে পারছে	□	○	△
	সংক্ষিপ্ত লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	দীর্ঘ লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য তৈরির সময়ে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ বিবেচনায় নিতে পারছে
৬.৩.২ লেখায় শব্দের অর্থ্যবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে	□	○	△
	নির্দিষ্ট শব্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার শনাক্ত করতে পারছে	অর্থবৈচিত্র্য অনুযায়ী শব্দ পরিবর্তন করতে পারছে	বাক্য তৈরির সময়ে শব্দের অর্থবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে
৬.৩.৩ বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	□	○	△
	লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্তের পাশাপাশি যতিচিহ্ন ব্যবহারের কারণ উল্লেখ করতে পারছে	বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য ও যতিচিহ্ন ব্যবহার করে অনুচ্ছেদ লিখতে পারছে
৬.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	□	○	△
	লেখা থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য শনাক্ত করতে পারছে	লেখা থেকে শনাক্তকৃত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন ও মতামত প্রকাশ করতে পারছে	নিজের মতো করে বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রস্তুত করতে পারছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক সূচক (Behavioural Indicator, BI)

এখানে আচরণিক সূচকের একটা তালিকা দেয়া হলো। বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই সূচকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার সূচকের পাশাপাশি এই আচরণিক সূচকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট-৩ এর ছক ব্যবহার করেই আচরণিক সূচকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
১. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
২. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
৩. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
৪. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
৬. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
৭. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

৮. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
৯. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয় : বাংলা | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৭ম শ্রেণির ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : বাংলা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

সূচিপত্র

ভূমিকা ৪

ক) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ৫

খ) শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ ৬

গ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা ৭

শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ ৮

পরিশিষ্ট ১ ..... ৯

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI) ..৯

ভাষা ও সাহিত্য উৎসব ১২

শিক্ষকের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা ১৩

পরিশিষ্ট ২ ..... ১৮

সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের সাথে পারদর্শিতার সূচকের সমন্বয় ১৮

পরিশিষ্ট ৩ ..... ১৯

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক ১৯

পরিশিষ্ট ৪ ..... ২২

ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ২২

পরিশিষ্ট ৫ ..... ২৫

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী,

২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে নতুন শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। তারপরেও, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়ন বিধায় এই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনাদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা সে সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে-

১। নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তা এখন আর মূল বিবেচ্য বিষয় নয়, বরং যোগ্যতার সব কয়টি উপাদান—জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।

২। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ করবেন।

৩। **রিপোর্টকার্ডে অর্থাৎ ট্রান্সক্রিপ্টে নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।**

৪। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

২০২৩ সালে ৭ম শ্রেণির শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা

বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেওয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (□ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পর একটি ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে।

ক) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✓ ২০২৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বাংলা বিষয়ের ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী বাংলা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীদের যে ধরনের তথ্য জানা প্রয়োজন সেগুলো 'ভাষা ও সাহিত্য উৎসব' নামে নির্দেশনা আকারে প্রস্তুত করা আছে। **উৎসবের অন্তত ৭ দিন আগে বাংলা বিষয়ে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশনা দিয়ে রাখবেন। তারা যেন অবশ্যই ঐদিন নিজ নিজ পাঠ্যবইটি সাথে করে নিয়ে আসে সে ব্যাপারেও নির্দেশনা দেবেন।** প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন নির্দেশনাটি সুস্পটভাবে পায় তা নিশ্চিত করবেন। **কোন দিন** 'ভাষা ও সাহিত্য উৎসব' অনুষ্ঠিত হবে, সেই তারিখ ও সময় তাদের জানিয়ে রাখবেন। অন্যান্য বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করে বাংলা বিষয়ের জন্য সময় নির্ধারণ করবেন।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে। **সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাইয়ের জন্য কার্যক্রম অনুযায়ী 'পারদর্শিতার সূচক' নির্দিষ্ট করা আছে। কোন কার্যক্রমের জন্য কোন সূচক হবে তা পরিশিষ্ট-২ এ সংযুক্ত আছে। সামষ্টিক মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম**

নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং বিশ্লেষণ করবেন। পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে 'সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক' (পরিশিষ্ট-৩) অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দক্ষতার মাত্রা নির্ধারণ করবেন।

- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নে কিছু কার্যক্রম রয়েছে যেগুলোতে শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। মূল্যায়ন উৎসবের কয়েকদিন আগে কার্যক্রম অনুযায়ী লটারির মাধ্যমে দল ভাগ করে দেবেন। দলের সদস্যরা যেন দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয় সে ব্যাপারে লক্ষ রাখবেন। কার্যক্রমগুলো শিক্ষার্থীরা দলে উপস্থাপন করলেও তাদের একক পারফরম্যান্স অনুযায়ী 'সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক' পূরণ করবেন।
- ✓ 'ভাষা ও সাহিত্য উৎসব' –এর মাধ্যমে সামষ্টিক মূল্যায়ন বাস্তবায়নের জন্য নমুনা বিষয়বস্তু, সময়, প্রশ্ন, কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা অনুসরণ করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয় ও কৌশলের পরিবর্তন-পরিমার্জন, সংযোজন-বিয়োজন করতে পারবেন।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নের যেসব ক্ষেত্রে লেখা কিংবা মুখে বলার কাজ রয়েছে, শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদা (প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি) বিবেচনায় নিয়ে সেখানে বিকল্প উপায়ে প্রকাশের সুযোগ রাখবেন।
- ✓ অন্য শিক্ষক বা ভিন্ন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন হলে তাদেরকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখবেন।
- ✓ বিশেষ প্রয়োজন হলে কোনো শিক্ষার্থীর জন্য পুনঃমূল্যায়নের সুযোগ রাখতে পারবেন।

খ) শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের নমুনা ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে -

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনবারই ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভুজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

গ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন - নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনোবারই ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভুজ ত্রিভুজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			□	○	△
৭.১ পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যোগাযোগ করতে পারা।	৭.১.১	অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে	পাঠ্যবইয়ের পাঠ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় শনাক্ত করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে যোগাযোগের সময় আলোচনার বিষয় অনুযায়ী প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে
৭.২ ব্যক্তিক, সামাজিক পরিসরে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।	৭.২.১	পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের কমপক্ষে ২০টির অপ্রমিত উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোর প্রমিত রূপ নির্ধারণ করতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে ও পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৭.৩ শব্দের গঠন ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন সংগঠনের বাক্য (সরল, জটিল ও যৌগিক) তৈরি করতে পারা।	৭.৩.১	লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে	লেখা থেকে ৮ শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বিভিন্ন শব্দের কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা লেখা শনাক্ত করতে পারছে	নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা শনাক্ত করতে পারছে
	৭.৩.২	অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে	বাক্যে একই শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ প্রয়োগ করতে পারছে	শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য ও অনুচ্ছেদের বিভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দে ও বিপরীত শব্দে পরিবর্তন করতে পারছে
	৭.৩.৩	গঠন অনুসারে বিভিন্ন	কোথায় কোন যতিচিহ্ন	গঠন অনুসারে বাক্যের ধরন	বিভিন্ন গঠনের বাক্য তৈরি

		শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	বসে তা শনাক্ত করতে পারছে	ব্যাখ্যা করতে পারছে	করতে পারছে ও অনুচ্ছেদের যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে
৭.৪ প্রায়োগিক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝতে পারা এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা। ৭.৬ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখতে পারা, বিভিন্ন ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা এবং লেখা বা উপস্থাপনে নিজের পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতির প্রতিফলন করতে পারা।	৭.৪.১	বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	নির্ধারিত ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজের মতো করে লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারছে
৭.৫ সাহিত্যের রূপরীতি বুঝে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।	৭.৫.১	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও উপাদানের সাথে নিজের যে কোনো অভিজ্ঞতার সম্পর্ক করতে পারছে
	৭.৫.২	নিজের কল্পনা ও	নিজের কল্পনা ও	নিজের প্রস্তুতকৃত	অন্যের প্রস্তুতকৃত

		অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে ও বিশ্লেষণ করতে পারছে	অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ করতে পারছে	সাহিত্যকর্মকে এর রূপ অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে পরিমার্জন করতে পারছে	সাহিত্যকর্মকে এর রূপ অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে পরিমার্জনের ক্ষেত্র উপস্থাপন করতে পারছে
৭.৭ কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা।	৭.৬.১	ইতিবাচকভাবে নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে	কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও এর যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করতে পারছে	কোন বিষয়ে অভিমত ও দ্বিমত প্রকাশের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করতে পারছে এবং নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারছে	নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে দ্বিমত প্রকাশের সময় অন্যের মতামতের প্রতি মর্যাদা রেখে নিজের মতের পক্ষে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারছে

ভাষা ও সাহিত্য উৎসব

বাংলা বিষয়ে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশনা		
কার্যক্রম	নির্দেশনা	সময়
1. প্রসঙ্গ বজায় রেখে যোগাযোগ	**বাড়ি থেকে করে এনে শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে:** কোনো ব্যক্তির সাথে আলোচনার সময় তিনি যদি প্রসঙ্গের বাইরে চলে যান সেক্ষেত্রে তার প্রতি সন্মান বজায় রেখে কীভাবে পুনরায় প্রসঙ্গের মধ্যে ফিরে আসা যায় এ ব্যাপারে পরিবার বা পরিবারের বাইরের অন্তত দুইজন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে । এরপর এ বিষয়টি নিয়ে এক পৃষ্ঠার মধ্যে একটি তালিকা লিখিতভাবে প্রস্তুত করে নাম ও আইডিসহ লিখে জমা দিতে হবে। যাদের সাথে আলোচনা করে এ কাজটি করা হয়েছে কাগজে তাদের নাম, পরিচয় ও স্বাক্ষর থাকতে হবে।	
	• অন্যের সাথে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। • তথ্য সংগ্রহের জন্য লটারির মাধ্যমে ৫ সদস্যের দল তৈরি করে দেওয়া হবে। • সংগৃহীত তথ্য দলগতভাবে জমা দিতে হবে। • দলের প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিবে।	৪৫-৬০ মিনিট (প্রতি দল)
2. প্রমিত বাংলায় কথা বলা	**বাড়ি থেকে করে এনে শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে:** নিজের বাড়িতে শব্দের অপ্রমিত/আঞ্চলিক উচ্চারণ হয় এমন দশটি বাক্য পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে শনাক্ত করতে হবে। বাক্যগুলোকে প্রমিতে রূপান্তর করে একটি কাগজে নাম ও আইডিসহ লিখে জমা দিতে হবে। যাদের সাথে আলোচনা করে এ কাজটি করা হয়েছে কাগজে তাদের নাম, পরিচয় ও স্বাক্ষর থাকতে হবে।	
	• ৭ম শ্রেণির বাংলা পাঠ্য বইয়ের বাইরে থেকে যে কোনো কবিতার প্রথম ১০ লাইন এবং যে কোনো গদ্যাংশের ১০ লাইন বাছাই করতে হবে। • প্রমিত উচ্চারণে বাছাইকৃত কবিতাটি আবৃত্তি করতে হবে এবং গদ্যাংশটি পাঠ করতে হবে। • কবিতা আবৃত্তি এবং গদ্যাংশ পাঠের কাজটি লেখা দেখে করা যাবে।	২-৩ মিনিট (প্রতিজন)
3. ভাষায় শব্দ, বাক্য ও	• ১ম ধাপ: একটি অনুচ্ছেদ দেওয়া হবে এবং এটি থেকে নির্দিষ্টসংখ্যক কয়েক শ্রেণির শব্দ, সমাস-সাধিত, উপসর্গ-সাধিত, এবং প্রত্যয়-সাধিত শব্দ শনাক্ত করতে হবে। • ২য় ধাপ: বাক্যে প্রতিশব্দ এবং বিপরীত শব্দের প্রয়োগ করতে হবে।	৪৫-৬০ মিনিট (প্রতিজন)

যতিচিহ্নের ব্যবহার	• ৩য় ধাপ: নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের যতিচিহ্ন প্রয়োগ করে তিন শ্রেণির বাক্য গঠন করতে হবে। • এ কাজের সময় পাঠ্য বইয়ের সাহায্য নেওয়া যাবে।	
4. চারপাশের লেখা বিশ্লেষণ	• প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একাধিক বিষয় থেকে যে কোনো একটি বিষয় নির্ধারন করে নিতে হবে। • বিষয়টি নিয়ে কিছু লিখিত কাজ দেওয়া দেওয়া। • এ কাজের সময় পাঠ্য বইয়ের সাহায্য নেওয়া যাবে।	৩০-৪৫ মিনিট (প্রতিজন)

শিক্ষকের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা

উৎসবের অন্তত ৭ দিন আগে বাংলা বিষয়ে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশনা দিয়ে রাখবেন। তারা যেন অবশ্যই ঐদিন নিজ নিজ পাঠ্যবইটি সাথে করে নিয়ে আসে সে ব্যাপারেও নির্দেশনা দেবেন। উৎসবের আগে ও উৎসবের দিন কার্যক্রম অনুযায়ী নিচের নির্দেশনার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয় ও কাজ নির্ধারণ করবেন। এ কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য আগে থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখবেন।

১. প্রসঙ্গ বজায় রেখে যোগাযোগ

বাড়ি থেকে করে এনে জমা দেবার কাজটি শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন এবং কাজটি কেমন হবে তা সুস্পষ্ট করার জন্য নিচের নমুনাটি বোর্ডে লিখে দেখাবেন এবং সে অনুযায়ী কাজটি জমা দিতে বলবেন।

নমুনা কাজ: বয়স ও সম্পর্কের বৈচিত্র্যতা বিবেচনায় মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য
ক) খ) গ)

যাদের সাথে আলোচনা করে কাজটি করেছি:		
ক) নাম:	সম্পর্ক:	স্বাক্ষর
খ) নাম:	সম্পর্ক:	স্বাক্ষর

পরবর্তী কাজের জন্য উৎসবের নির্ধারিত দিনটির আগেই শিক্ষার্থীদের কিছু দলে বিভক্ত করে দেবেন। ভাগ করা দলগুলোকে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি বিষয় নির্ধারণ করে দেবেন। বিষয়টি যেন প্রসঙ্গ বজায় রেখে যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত এবং বয়স উপযোগী হয় হয় সে ব্যাপারে লক্ষ রাখবেন। বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অন্যদের সাথে কথা বলে ও পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করবে। অন্য শিক্ষক বা ভিন্ন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হলে ঐ শিক্ষক বা ঐ ক্লাসের শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই জানিয়ে রাখবেন। বিষয় অনুযায়ী প্রতি দল কাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে সে ব্যাপারেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। প্রত্যেক সদস্য নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সংগৃহীত তথ্য একত্র করে দলগতভাবে একটি কাজ হিসেবে শিক্ষকের কাছে জমা দেবে। নিচে কিছু বিষয় ও নির্দেশনার নমুনা দেওয়া হলো:

নিচের বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করে নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করো।

নমুনা কাজ: প্রসঙ্গ বজায় রেখে যোগাযোগ	
বিষয়	নির্দেশনা
আনুষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পরিস্থিতিতে প্রসঙ্গ বজায় রেখে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও মতামত	• বিষয়টি নিয়ে দলগতভাবে আলোচনা করো। • আলোচনা করা বিষয়গুলো তালিকা আকারে কাগজে লেখো। • এ তালিকা বিদ্যালয়ের অপর একজন শিক্ষক বা পূর্ব-নির্ধারিত একজন ব্যক্তির যে কোনো অভিজ্ঞতা ও মতামত সংগ্রহ করো। • তালিকা ও অন্যদের মতামত একত্র করে দলগতভাবে একটি কাজ হিসেবে জমা দাও।

২. প্রমিত বাংলায় কথা বলা

বাড়ি থেকে করে এনে জমা দেবার কাজটি শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন এবং কাজটি কেমন হবে তা সুস্পষ্ট করার জন্য নিচের নমুনাটি বোর্ডে লিখে দেখাবেন এবং সে অনুযায়ী কাজটি জমা দিতে বলবেন।

নমুনা কাজ: বাড়িতে শব্দের অপ্রমিত/আঞ্চলিক উচ্চারণ হয় এমন বাক্যের প্রমিত রূপ	
অপ্রমিত/আঞ্চলিক উচ্চারণের বাক্য	**বাক্যটির প্রমিত রূপ**
১)	
২)	
৩)	
৪)	
যাদের সাথে আলোচনা করে কাজটি করেছি: ক) নাম: সম্পর্ক: স্বাক্ষর খ) নাম: সম্পর্ক: স্বাক্ষর	

আবৃত্তি ও পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিয়ে রাখবেন, তারা যেন প্রত্যেকে নিজের মতো কবিতা ও গদ্যাংশ বাছাই করে। ৭ম শ্রেণির বাংলা পাঠ্য বইয়ের বাইরের যে কোনো কবিতা বাছাই করার নির্দেশনাটি স্মরণ করিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন, তারা দেখে কিংবা না দেখে আবৃত্তি ও পাঠের কাজটি করতে পারবে। এটা বলে রাখবেন যে কবিতা আবৃত্তি ও পাঠের সময় শব্দের প্রমিত উচ্চারণের ব্যাপারে বিশেষভাবে খেয়াল করা হবে এবং আবৃত্তি করার প্রস্তুতি হিসেবে বাড়িতে অনুশীলন করার পরামর্শ দেবেন। সময় এবং কাজের সুবিধার্থে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ক্লাসের সামনে এনে আবৃত্তি ও পাঠ করানোর পরিবর্তে নিজেদের সিট থেকে দাঁড়িয়ে করানো যাবে।

৩. ভাষায় শব্দ, বাক্য ও যতিচিহ্নের ব্যবহার

১ম ধাপ: পাঠ্যবইয়ের ৫ম/৬ষ্ঠ অধায়ের এক বা একাধিক গদ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীদের নির্ধারণ করে দেবেন। নির্ধারিত গদ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীদের ৮ শ্রেণির শব্দের প্রতিটির ২টি করে উদাহরণ উল্লেখ করতে হবে। একইসাথে ২টি করে সমাস-সাধিত, উপসর্গ-সাধিত, এবং প্রত্যয়-সাধিত শব্দ উল্লেখ করতে হবে।

২য় ধাপ: ৩য় অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের আলোকে শিক্ষার্থীদের ৭-১০টি শব্দ নির্ধারণ করে দেবেন। প্রথমে তারা এ শব্দগুলোর যে কোনো ৫টির প্রতিশব্দ ব্যবহার করে পৃথক পৃথক ৫টি বাক্য রচনা করবে। এরপর

প্রস্তুতকৃত বাক্যগুলোতে অর্থের পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ করবে। নিচে এ কাজটির একটি নমুনা দেওয়া হলো:

নমুনা কাজ: বাক্যে প্রতিশব্দ এবং বিপরীত শব্দের প্রয়োগ		
নিচের যে কোনো ৫টি শব্দের প্রতিশব্দ প্রয়োগ করে ৫টি পৃথক বাক্য রচনা করো। এরপর প্রস্তুতকৃত বাক্যগুলোতে অর্থের পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ দেখাও। অন্ধকার, সুন্দর, দয়া, অভাব, খাদ্য		
শব্দ	বাক্যে প্রতিশব্দের ব্যবহার	অর্থ পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ
অন্ধকার	অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।	আলো ছাড়া কিছু দেখা যায় না।
সুন্দর	ফুলটা সুন্দর।	ফুলটা অসুন্দর নয়।

৩য় ধাপ: নির্দিষ্ট কিছু শব্দ শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারণ করে দেবেন। এ শব্দগুলো ব্যবহার করে তাদের তিন শ্রেণির সর্বোচ্চ ১০টি বাক্য প্রস্তুত করতে পারবে। এ বাক্যগুলোতে একইসাথে অন্তত ৫ শ্রেণির যতিচিহ্নের প্রয়োগ দেখাতে হবে। পাশপাশি শিক্ষার্থীরা যেন একই শব্দ না পায় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন। নিচে এ কাজটির একটি নমুনা দেওয়া হলো:

নমুনা কাজ: তিন শ্রেণির বাক্যে যতিচিহ্নের প্রয়োগ
নিচে কয়েকটি শব্দ দেওয়া হলো। এগুলো থেকে যে কোনো একটি বা দুইটি সবসময় ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ১০টি সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য তৈরি করতে হবে। লক্ষ্য রাখবে বাক্যগুলোতে যেন ৫ শ্রেণির যতিচিহ্নের প্রয়োগ থাকে। বইমেলা, অফিস, বিদ্যালয়, মন্দির, মসজিদ, ক্লাসরুম
নির্ধারিত শব্দ: বইমেলা সরল বাক্য ১: আমি আজ বইমেলায় যাব। সরল বাক্য ২: তুমি কী বইমেলায় যাবে? সরল বাক্য ৩: বইমেলা থেকে কিনে আনা বইটা কি সুন্দর ! জটিল বাক্য ১: তুমি যদি না আসো, আমি বইমেলায় যাব না। জটিল বাক্য ২: যদি তুমি বইমেলায় না যাও, তাহলে তোমার লাল-সবুজ টুপিটা আমাকে ধার দিও। যৌগিক বাক্য ১: রাশেদ বইমেলায় ১০টা বাজে যাবে আর আমি যাবো ১১টা বাজে।

৪. চারপাশের লেখা বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোকে চারপাশের বিভিন্ন ধরনের লেখা থেকে ৫ ধরনের লেখা শিক্ষার্থীদের বিষয় হিসেবে দেবেন। এর মধ্যে থেকে শিক্ষার্থীরা যে কোনো একটি নির্ধারণ করবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যেন একই বিষয় না পায় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন। একইসাথে ঐ ধরনের লেখা সে কোথায় দেখেছে এবং লেখাটি লেখাটি কীরূপ ছিল তা উল্লেখ করবে। একইসাথে তার স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ঐ বিষয়ের উপর দুটি নমুনা লেখা প্রস্তুত করবে। শিক্ষার্থীদের কীভাবে বিষয় নির্ধারণ করতে দেবেন এবং বিষয় অনুযায়ী কাজ করতে দেবেন তার নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

নমুনা কাজ: চারপাশের লেখা বিশ্লেষণ
নিচের ৫টি বিষয় থেকে যে কোনো একটি নির্ধারণ করো। লক্ষ্য রাখবে যেন তোমার পাশের সহপাঠীদের সাথে বিষয়টি না মিলে: ক) সাইনবোর্ড খ) পোস্টার গ) ব্যানার ঘ) বিজ্ঞাপন ঙ) নোটিশ
এবার নির্ধারিত বিষয়টির উপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজে তুমি পাঠ্যবইয়ের সহায়তা নিতে পারবে। ক) এ ধরনের লেখা সাধারণত কী উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয় বলে তুমি মনে করো? খ) এ ধরনের লেখা সরাসরি বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে (বই, কমিকস, পত্রিকা, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি) তুমি কোথায় কোথায় দেখেছ উল্লেখ করো? গ) যে ধরনের নমুনা তুমি দেখেছিলে তার মধ্য থেকে যে কোনো একটি নির্ধারণ করো এবং সেটিতে কী ধরনের লেখা ছিল বলে তোমার মনে পড়ে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করো। যেভাবে লেখাটি প্রস্তুত করা হয়েছিল তাতে এর উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে কি না এ ব্যাপারে তোমার মতামত দাও। ঘ) নির্ধারিত বিষয়ের উপর তুমি একটি নমুনা লেখা প্রস্তুত করো। লক্ষ্য রাখবে এটি যেন তোমার পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ নমুনার সাথে হুবুহু না মিলে যায়।

পরিশিষ্ট ২

সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের সাথে পারদর্শিতার সূচকের সমন্বয়

সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নেবেন।

উদাহরণস্বরূপ, 'যোগাযোগ করা' কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের সুবিধার্থে একটি পারদর্শিতার সূচক নির্বাচন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বাকি তিনটি কার্যক্রমের প্রতিটির জন্য কোন পারদর্শিতার সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিচের ছকে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক 'ভাষা ও সাহিত্য উৎসব' -এর কার্যক্রম পরিচালনার সময় ও পরবর্তিতে শিক্ষার্থীদের জমা দেওয়া বিভিন্ন ধরনের কাজ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করবেন। এর ভিত্তিতে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কার্যক্রম অনুযায়ী নিচে নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচকগুলোর মাত্রা নির্ধারণ করবেন। কী ধরনের পারদর্শিতার ভিত্তিতে প্রতিটি সূচকের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে তা পরিশিষ্ট-১ এ উল্লেখ আছে।

সামষ্টিক মূল্যায়নের কার্যক্রম	পারদর্শিতার সূচক
১. প্রসঙ্গ বজায় রেখে যোগাযোগ	৭.১.১ অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে
২. প্রমিত বাংলায় কথা বলা	৭.২.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৩. ভাষায় শব্দ, বাক্য ও যতিচিহ্নের ব্যবহার	৭.৩.১ লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে
	৭.৩.২ অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে
	৭.৩.৩ গঠন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে
৪. চারপাশের লেখা বিশ্লেষণ	৭.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে

পরিশিষ্ট ৩

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		তারিখ:
শ্রেণি : ৭ম	বিষয় : বাংলা	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :

		প্রযোজ্য PI/BI নং									
রোল নং	নাম										
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		প্রযোজ্য PI/BI নং									
রোল নং	নাম										
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৪

ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট

প্রতিষ্ঠানের নাম					
শিক্ষার্থীর নাম :					
শিক্ষার্থীর আইডি :	শ্রেণি : ৭ম	শাখা:	শিফট:	বিষয় : বাংলা	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার সুচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৭.১.১ অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে	□	○	△
	পাঠ্যবইয়ের পাঠ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় শনাক্ত করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে যোগাযোগের সময় আলোচনার বিষয় অনুযায়ী প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে
৭.২.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে	□	○	△
	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের কমপক্ষে ২০টির অপ্রমিত উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোর প্রমিত রূপ নির্ধারণ করতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে ও পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৭.৩.১ লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে	□	○	△
	লেখা থেকে ৮ শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বিভিন্ন শব্দের কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা লেখা শনাক্ত করতে পারছে	নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা শনাক্ত করতে পারছে
৭.৩.২ অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে	□	○	△
	বাক্যে একই শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ প্রয়োগ করতে পারছে	শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য ও অনুচ্ছেদের বিভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দে ও বিপরীত শব্দে পরিবর্তন করতে পারছে
৭.৩.৩ গঠন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	□	○	△
	কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে তা শনাক্ত করতে পারছে	গঠন অনুসারে বাক্যের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিভিন্ন গঠনের বাক্য তৈরি করতে পারছে ও অনুচ্ছেদের যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে

৭.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	□	○	△
	নির্ধারিত ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজের মতো করে লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক সূচক (Behavioural Indicator, BI)

এখানে আচরণিক সূচকের একটা তালিকা দেয়া হলো। বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই সূচকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার সূচকের পাশাপাশি এই আচরণিক সূচকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট-৩ এর ছক ব্যবহার করেই আচরণিক সূচকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
১. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
২. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
৩. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
৪. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
৬. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
৭. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

৮. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
৯. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয় : বাংলা | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়ন বিষয়ে
শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : বাংলা
শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন ২

খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ২

গ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ ২

ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা ৩

পরিশিষ্ট ১ ৪

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI) ৪

পরিশিষ্ট ২ ৬

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট ৬

পরিশিষ্ট ৩ ১৪

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক ১৪

পরিশিষ্ট ৪ ১৭

ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট ১৭

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী,

২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার আপনাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে নতুন শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। তারপরেও, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়ন বিধায় এই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনাদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা সে সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে,

১। নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে তা এখন আর মূল্যায়নে মূল বিবেচ্য নয়, বরং যোগ্যতার সবকয়টি উপাদান—জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।

২। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ করবেন।

৩। নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে এই মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।

৪। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

২০২৩ সালে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেওয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পর একটি ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে।

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পরিচালিত হবে।

- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা PI (পরিশিষ্ট-২ দেখুন) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, এবং কোন শিখন কার্যক্রম দেখে দিতে হবে তা দেওয়া আছে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেওয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-৩ এ একটি ফাঁকা ছক দেওয়া আছে। এই ছকে নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করা হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন, এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) ভরাট করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি করে তার সাহায্যে শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।
- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক যে সকল শিখন কার্যক্রম দেখে পারদর্শিতার সূচকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলোর তথ্যপ্রমাণ (শিক্ষার্থীর কাজের প্রতিবেদন, অনুশীলন বইয়ের লেখা, পোস্টার, লিফলেট, ছবি ইত্যাদি) শিক্ষাবর্ষের শেষদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।
- ✓ এখানে উল্লেখ্য যে, শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ততা ও সার্বিক আচরণগত দিক মূল্যায়ন করার জন্য তাদের আচরণগত সূচক (BI) এর মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। এই সূচক ব্যবহার করে মূল্যায়নের পদ্ধতি পরবর্তীতে শিক্ষকদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✓ ২০২৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বাংলা বিষয়ের ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী বাংলা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।
- ✓ শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল প্রতিষ্ঠানে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা হবে।

গ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। **এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।** এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনবারই ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভূজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন - নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			□	○	△
৬.১ পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারা।	৬.১.১	নিজের এবং অন্যের প্রয়োজন ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	অন্যের সাথে যোগাযোগের সময়ে নিজের চাহিদা প্রকাশ করতে পারছে	অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে ঐ ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিতে পারছে	অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে
	৬.১.২	মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারছে	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করতে পারছে	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে	মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগের পাশাপাশি ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে
৬.২ নতুন ও পরিবর্তিত প্রতিবেশে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।	৬.২.১	বাংলা ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	বাংলা ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোকে প্রমিত রূপে উচ্চারণের অনুশীলন করছে
	৬.২.২	প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে প্রমিত বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করছে	পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারার দক্ষতায় ক্রমান্বয়ে উন্নতি করেছে	কোনো বিষয়ের উপর প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৬.৩ শব্দের শ্রেণি ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করতে পারা।	৬.৩.১	লেখায় শব্দের শ্রেণি বিবেচনায় নিতে পারছে	সংক্ষিপ্ত লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	দীর্ঘ লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য তৈরির সময়ে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ বিবেচনায় নিতে পারছে
	৬.৩.২	লেখায় শব্দের অর্থ্যবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে	নির্দিষ্ট শব্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার শনাক্ত করতে পারছে	অর্থবৈচিত্র্য অনুযায়ী শব্দ পরিবর্তন করতে পারছে	বাক্য তৈরির সময়ে শব্দের অর্থবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে
	৬.৩.৩	বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্তের পাশাপাশি যতিচিহ্ন ব্যবহারের কারণ উল্লেখ করতে পারছে	বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য ও যতিচিহ্ন ব্যবহার করে অনুচ্ছেদ লিখতে পারছে

৬.৪ প্রায়োগিক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে পারা।	৬.৪.১	বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য শনাক্ত করতে পারছে	লেখা থেকে শনাক্তকৃত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন ও মতামত প্রকাশ করতে পারছে	নিজের মতো করে বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রস্তুত করতে পারছে
৬.৫ সাহিত্যের প্লট, চরিত্রায়ণ, মূলভাব ও রূপরীতি বুঝতে পারা, নিজের জীবন ও পরিপার্শের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে বোধ ও চেতনার সমৃদ্ধি ঘটানো এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতি প্রয়োগ করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।	৬.৫.১	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে	সাহিত্য পড়ে বিষয় ও বক্তব্য বুঝতে পারছে	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে অন্যের মতের সাথে যাচাই করতে পারছে
	৬.৫.২	সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করতে পারছে
	৬.৫.৩	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের রচনাটি সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যাচাই করতে পারছে
৬.৭ কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়কে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে যথাযথভাবে বোঝার জন্য কৌতূহলমূলক প্রশ্ন করতে পারা, নিজের অভিমতের যথার্থতা ফলাবর্তনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করা।	৬.৬.১	নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এর যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করতে পারছে	যথাযথ প্রশ্ন করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে	তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তথ্যের যথার্থতা যাচাই করতে পারছে
	৬.৬.২	নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি মতের পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে	যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি অন্যের মতামত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারছে

পরিশিষ্ট ২

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট

ষষ্ঠ শ্রেণির নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হল। শিক্ষক কোন অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার সূচকে ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে দেওয়া আছে। একটা বিষয়ে বিশেষভাবে মনে রাখা জরুরি যে, **শিক্ষার্থী বাংলার বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান কতটা মুখস্ত করতে পারছে, শিক্ষক কখনই তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণ করবেন না। বরং পারদর্শিতার সূচক অনুযায়ী যে ধরনের সক্ষমতা (জ্ঞান,দক্ষতা,দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) প্রাসঙ্গিক, তার ওপর শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণ করবেন।** এক্ষেত্রে পাঠ্যবই বা অন্য যে কোনো নির্ভরযোগ্য রিসোর্স থেকে তথ্য নিয়ে কীভাবে সেই তথ্য শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ব্যবহার করছে তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে পারদর্শিতা দেখে শিক্ষক তার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন তা 'শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক' -এ দেওয়া আছে। একইসাথে, যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করে এই ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি ছকের ডান পাশে উল্লেখ আছে। পরিশিষ্ট-৩ এ শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের একটা ফাঁকা ছক দেওয়া আছে। ঐ ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে শিক্ষক প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যবহার করতে পারবেন।

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ১ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করি**		**শ্রেণি : ৬ষ্ঠ**		**বিষয় : বাংলা**
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৬.১.১ নিজের এবং অন্যের প্রয়োজন ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	অন্যের সাথে যোগাযোগের সময়ে নিজের চাহিদা প্রকাশ করতে পারছে	অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে ঐ ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিতে পারছে	অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	– পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগ – যোগাযোগের অনুশীলন – ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ – শ্রেণিকাজে নিজের মত প্রকাশ করা, প্রশ্ন করা – অন্যের বক্তব্য বা মন্তব্য সম্পর্কে মত দেওয়া
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	‘যোগাযোগের অনুশীলন’ নিয়ে ভূমিকাভিনয়ের সময় নিজের চরিত্র অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপন করছে	‘যোগাযোগের অনুশীলন’ নিয়ে ভূমিকাভিনয়ের সময় অপর চরিত্র/চরিত্রগুলোর বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করছে	‘যোগাযোগের অনুশীলন’ ও ‘জরুরি যোগাযোগ’ নিয়ে ভূমিকাভিনয় এবং কাজের সময় পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী অপর চরিত্র/চরিত্রগুলোর বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করছে	
৬.১.২ মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারছে	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করতে পারছে	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে	মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগের পাশাপাশি ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে	– যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য – ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ – বয়স ও সম্পর্ক অনুসারে সম্বোধনের বৈচিত্র্য শনাক্ত করা – ভাষায় মর্যাদার প্রকাশ – সর্বনাম ও ক্রিয়া দিয়ে বাক্য তৈরি
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	‘যোগাযোগের অনুশীলন’ ও ‘জরুরি যোগাযোগ’ নিয়ে ভূমিকাভিনয় এবং কাজের সময় শ্রেণিকাজের সময় আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা মেনে চলছে	‘যোগাযোগের অনুশীলন’ ও ‘জরুরি যোগাযোগ’ নিয়ে ভূমিকাভিনয় এবং কাজের সময় অপর চরিত্র/চরিত্রগুলোকে সঠিক সর্বনামে সম্বোধন করছে	‘যোগাযোগের অনুশীলন’ ও ‘জরুরি যোগাযোগ’ নিয়ে ভূমিকাভিনয় এবং কাজের সময় ক্রিয়ার ব্যবহার ঠিক রেখে অপর চরিত্র/চরিত্রগুলোকে সঠিক সর্বনামে সম্বোধন করছে এবং শ্রেণিকাজের সময় আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা মেনে চলছে	

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক			
অভিজ্ঞতা নং : ২ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : প্রমিত ভাষা শিখি**		**শ্রেণি : ৬ষ্ঠ**	**বিষয় : বাংলা**

পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৬.২.১ বাংলা ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	বাংলা ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোকে প্রমিত রূপে উচ্চারণের অনুশীলন করছে	– আঞ্চলিক শব্দকে প্রমিত শব্দে রূপান্তর – আঞ্চলিক বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর – ধ্বনির উচ্চারণ অনুশীলন, কবিতা আবৃত্তি, শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন – শব্দ খুঁজি
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	২য় অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত ‘ধ্বনির উচ্চারণ’ অনুশীলনের সময় প্রমিত উচ্চারণ করছে	২য় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে প্রদত্ত ‘শব্দের উচ্চারণ’ অনুশীলনের সময় প্রমিত উচ্চারণ করছে	আঞ্চলিক শব্দকে প্রমিত শব্দে এবং আঞ্চলিক বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর করছে	
৬.২.২ প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে প্রমিত বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করছে	পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারার দক্ষতায় ক্রমান্বয়ে উন্নতি করেছে	কোনো বিষয়ের উপর প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে	– পরিস্থিতি অনুযায়ী কথোপকথন – নাটকের সংলাপ পাঠ – প্রমিত ভাষার চর্চা – উপস্থিত বক্তৃতায় প্রমিত ভাষার চর্চা এবং প্রমিত বাংলা চর্চার সুযোগ অনুসন্ধান – শ্রেণিকাজ উপস্থাপনা
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	২য় অধ্যায়সহ অন্যান্য অধ্যায়ের উপর সরব পাঠ এবং শ্রেণিকাজ উপস্থাপনার সময় সময় প্রমিত বাক্য বলার চেষ্টা করছে	২য় অধ্যায়সহ অন্যান্য অধ্যায়ের উপর সরব পাঠ এবং শ্রেণিকাজ উপস্থাপনার সময় সময় প্রমিত বাক্য বলার ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে	নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর উপস্থিত বক্তৃতায় নির্ভুলভাবে প্রমিত বাংলায় উপস্থাপন করছে	

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৩ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : শব্দের শ্রেণি**		**শ্রেণি : ৬ষ্ঠ**		**বিষয় : বাংলা**
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৬.৩.১ লেখায় শব্দের শ্রেণি বিবেচনায় নিতে পারছে	সংক্ষিপ্ত লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	দীর্ঘ লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য তৈরির সময়ে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ বিবেচনায় নিতে পারছে	– প্রদত্ত অনুচ্ছেদ ও পাঠ্যবইয়ের অংশবিশেষ হতে ৮ ধরনের শব্দ শনাক্ত করা – নিজে থেকে অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে ৮ ধরনের শব্দের প্রয়োগ করা
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	প্রদত্ত অনুচ্ছেদ হতে ৮ ধরনের শব্দ (বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক, আবেগ) শনাক্ত করছে	পাঠ্যবইয়ের অংশবিশেষ হতে ৮ ধরনের শব্দ (বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক, আবেগ) শনাক্ত করছে	নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে ৮ ধরনের শব্দ নির্ধারণ করছে	

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৪ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : শব্দের অর্থ**		**শ্রেণি : ৬ষ্ঠ**		**বিষয় : বাংলা**
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৬.৩.২ লেখায় শব্দের অর্থ্যবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে	নির্দিষ্ট শব্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার শনাক্ত করতে পারছে	অর্থবৈচিত্র্য অনুযায়ী শব্দ পরিবর্তন করতে পারছে	বাক্য তৈরির সময়ে শব্দের অর্থবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে	– 'পাকাপাকি' ছড়ায় 'পাকা' শব্দটির ভিন্নার্থে প্রয়োগ শনাক্ত করা – শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ নিয়ে আলোচনা এবং বাক্যে একই শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগ করা – প্রদত্ত ছক হতে প্রতিশব্দ আলাদা করা – প্রতিশব্দের তালিকা নিয়ে আলোচনা এবং অনুচ্ছেদে প্রতিশব্দের প্রয়োগ – বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ এবং বিপরীত শব্দের তালিকা নিয়ে আলোচনা – বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	একই শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ, প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ শনাক্ত করছে	অনুচ্ছেদ বা বাক্য থেকে নির্দিষ্ট শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ নির্ধারণ করছে	বাক্য তৈরির সময় একই শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ, প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ ব্যবহার করছে	

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৫,৬ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : যতিচিহ্ন, বাক্য**		**শ্রেণি : ৬ষ্ঠ**		**বিষয় : বাংলা**
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৬.৩.৩ বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে	নির্দিষ্ট যতিচিহ্ন ব্যবহারের কারণ উল্লেখ করতে পারছে	বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য ও যতিচিহ্ন ব্যবহার করে অনুচ্ছেদ লিখতে পারছে	– যতিচিহ্ন নেই এমন অনুচ্ছেদে যতিচিহ্নের প্রয়োগ – অনুচ্ছেদে যতিচিহ্নের প্রয়োগ পর্যালোচনা – কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে – বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের ব্যবহার রয়েছে এমন একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করা – অর্থ-অনুযায়ী বাক্যের পার্থক্য করা – সুখী মানুষ’ নাটকটি থেকে চার ধরনের বাক্য খুঁজে বের করা – অনুচ্ছেদে চার ধরনের বাক্যের প্রয়োগ করা
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	নমুনা বাক্য ও অনুচ্ছেদ থেকে ৪ ধরনের বাক্য শনাক্ত করছে	কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে শনাক্ত করছে	৪ শ্রেণির বাক্য ব্যবহার করে অনুচ্ছেদ লিখছে ও যতিচিহ্নের সঠিক প্রয়োগ করছে	

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৭, ৮ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : চারপাশের লেখার সাথে পরিচিত হই, প্রায়োগিক লেখা**			**শ্রেণি : ৬ষ্ঠ**	**বিষয় : বাংলা**
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৬.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য শনাক্ত করতে পারছে	লেখা থেকে শনাক্তকৃত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন ও মতামত প্রকাশ করতে পারছে	নিজের মতো করে বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	৪র্থ অধ্যায় – পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছবিসহ বিভিন্ন ধরনের লেখা কী নামে পরিচিত, লেখা পড়ে কী বুঝলাম, এবং এর ব্যবহার শনাক্তকরণ। – দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বইপত্রের বাইরের বিভিন্ন রকম প্রায়োগিক লেখা শনাক্তকরণ – সততা স্টোরের জন্য প্রায়োগিক লেখা (সাইনবোর্ড, ব্যানার, পোস্টার, বিজ্ঞাপন, আমন্ত্রণপত্র) প্রস্তুত করা ৫ম অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ – রোজনামচা: পড়ে কী বুঝলাম – রোজনামচা: বলি ও লিখি – রোজনামচা লিখি
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	ছবি থেকে চারপাশের বিভিন্ন ধরনের লেখার সঠিক পরিচয় শনাক্ত করছে। ৫ম অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ -এর ‘পড়ে কী বুঝলাম’ অনুশীলনীর উপযুক্ত উত্তর প্রস্তুত করছে।	ছবি থেকে চারপাশের বিভিন্ন ধরনের লেখার সঠিক অর্থ ও ব্যবহার শনাক্ত করছে। ৫ম অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ -এর ‘বলি ও লিখি’ অনুশীলনীর উপযুক্ত উত্তর প্রস্তুত করছে।	‘সততা স্টোর’ চালু করার জন্য যে ধরনের লেখার প্রয়োজন তা প্রস্তুত করছে। নিজের ভাষায় রোজনামচা প্রস্তুত করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৯, ১০ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : বিবরণমূলক লেখা, তথ্যমূলক লেখা**			**শ্রেণি : ৬ষ্ঠ**	**বিষয় : বাংলা**
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৬.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য শনাক্ত করতে পারছে	লেখা থেকে শনাক্তকৃত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন ও মতামত প্রকাশ করতে পারছে	নিজের মতো করে বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	৫ম অধ্যায়, ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ – ছবি দেখে অনুভূতি শনাক্তকরণ – অনুভূতিকে বর্ণনামূলক ভাষায় প্রকাশ – আমার দেখা নয়াচীন: পড়ে কী বুঝলাম – আমার দেখা নয়াচীন: বলি ও লিখি – বিবরণ লিখি – ‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: পড়ে কী বুঝলাম – ‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: বলি ও লিখি – তথ্যমূলক লেখা প্রস্তুতি
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	ছবি দেখে অনুভূতি শনাক্ত করছে। ৫ম অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ -এর ‘পড়ে কী বুঝলাম’ অনুশীলনীর উপযুক্ত উত্তর প্রস্তুত করছে।	ঘটনা থেকে অনুভূতি শনাক্ত করছে। ৫ম অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ -এর ‘বলি ও লিখি’ অনুশীলনীর উপযুক্ত উত্তর প্রস্তুত করছে।	নিজের ভাষায় বিবরণমূলক এবং তথ্যমূলক রচনা প্রস্তুত করছে।	

পরিশিষ্ট ৩

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ প্রতি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নেবেন।

উদাহরণ:

'বিবরণমূলক লেখা, তথ্যমূলক লেখা' শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের সুবিধার্থে একটি পারদর্শিতার সূচক নির্বাচন করা হয়েছে, সেটি হলো ৬.৪.১ (পরিশিষ্ট-২ দেখুন)। শিক্ষক উক্ত শিখন অভিজ্ঞতার টপশিটের সাথে পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া ছকটি পূরণ করে ব্যবহার করবেন। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা কীভাবে রেকর্ড করবেন তা দেখানো হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম :					তারিখ:
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণি :	৬ষ্ঠ	বিষয় :	বাংলা	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম :	বিবরণমূলক লেখা, তথ্যমূলক লেখা				মোঃ আকরাম হোসেন

		প্রযোজ্য PI নং					
রোল নং	নাম	৬.৪.১					
০১	মোহনা চৌধুরী	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০২	রাসেল আহমেদ	■○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৩	অমিত কুণ্ডু	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৪	নিলুফার ইয়াসমিন	■○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৫	শিউলি সরকার	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৬	পার্থ রোজারিও	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

প্রতিষ্ঠানের নাম :					তারিখ:
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণি :		বিষয় :	বাংলা	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম :					

		প্রযোজ্য PI নং					
রোল নং	নাম						
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

রোল নং	নাম	প্রযোজ্য PI নং					
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৪

ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি : ষষ্ঠ**	**বিষয় : বাংলা**	**শিক্ষকের নাম :**

পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা

পারদর্শিতার সুচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৬.১.১ নিজের এবং অন্যের প্রয়োজন ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	□	○	△
	অন্যের সাথে যোগাযোগের সময়ে নিজের চাহিদা প্রকাশ করতে পারছে	অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে ঐ ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিতে পারছে	অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে
৬.১.২ মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারছে	□	○	△
	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করতে পারছে	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে	মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগের পাশাপাশি ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে
৬.২.১ বাংলা ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	□	○	△
	বাংলা ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোকে প্রমিত রূপে উচ্চারণের অনুশীলন করছে
৬.২.২ প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারছে	□	○	△
	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে প্রমিত বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করছে	পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারার দক্ষতায় ক্রমান্বয়ে উন্নতি করেছে	কোনো বিষয়ের উপর প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৬.৩.১ লেখায় শব্দের শ্রেণি বিবেচনায় নিতে পারছে	□	○	△
	সংক্ষিপ্ত লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	দীর্ঘ লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য তৈরির সময়ে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ বিবেচনায় নিতে পারছে
৬.৩.২ লেখায় শব্দের অর্থ্যবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে	□	○	△
	নির্দিষ্ট শব্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার শনাক্ত করতে পারছে	অর্থবৈচিত্র্য অনুযায়ী শব্দ পরিবর্তন করতে পারছে	বাক্য তৈরির সময়ে শব্দের অর্থবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে
৬.৩.৩ বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	□	○	△
	লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে	লেখা থেকে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্তের পাশাপাশি যতিচিহ্ন ব্যবহারের কারণ উল্লেখ করতে পারছে	বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য ও যতিচিহ্ন ব্যবহার করে অনুচ্ছেদ লিখতে পারছে
৬.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	□	○	△
	লেখা থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য শনাক্ত করতে পারছে	লেখা থেকে শনাক্তকৃত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন ও মতামত প্রকাশ করতে পারছে	নিজের মতো করে বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রস্তুত করতে পারছে
৬.৫.১ সাহিত্যের বিষয় ও	□	○	△

বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে	সাহিত্য পড়ে বিষয় ও বক্তব্য বুঝতে পারছে	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে অন্যের মতের সাথে যাচাই করতে পারছে
৬.৫.২ সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	□	○	△
	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করতে পারছে
৬.৫.৩ নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে	□	○	△
	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের রচনাটি সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যাচাই করতে পারছে
৬.৬.১ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এর যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছে	□	○	△
	নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করতে পারছে	যথাযথ প্রশ্ন করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে	তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তথ্যের যথার্থতা যাচাই করতে পারছে
৬.৬.২ নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে	□	○	△
	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি মতের পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে	যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি অন্যের মতামত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারছে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাক্রম ২০২২

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয় : বাংলা | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়ন বিষয়ে
শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : বাংলা
শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন ২

খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ২

গ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ ২

ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা ৩

পরিশিষ্ট ১ ৪

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI) ৪

পরিশিষ্ট ২ ৬

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট ৬

পরিশিষ্ট ৩ ১৪

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক ১৪

পরিশিষ্ট ৪ ১৭

ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট ১৭

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী,

২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার আপনাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে নতুন শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। তারপরেও, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়ন বিধায় এই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনাদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা সে সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে,

১। নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে তা এখন আর মূল্যায়নে মূল বিবেচ্য নয়, বরং যোগ্যতার সবকয়টি উপাদান - জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।

২। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ করবেন।

৩। নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে এই মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।

৪। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

২০২৩ সালে সপ্তম শ্রেণির শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (সপ্তম শ্রেণির বাংলা বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেওয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পর একটি ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে।

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পরিচালিত হবে।

- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা PI (পরিশিষ্ট-২ দেখুন) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, এবং কোন শিখন কার্যক্রম দেখে দিতে হবে তা দেওয়া আছে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেওয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-৩ এ একটি ফাঁকা ছক দেওয়া আছে। এই ছকে নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করা হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন, এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) ভরাট করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি করে তার সাহায্যে শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।
- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক যে সকল শিখন কার্যক্রম দেখে পারদর্শিতার সূচকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলোর তথ্যপ্রমাণ (শিক্ষার্থীর কাজের প্রতিবেদন, অনুশীলন বইয়ের লেখা, পোস্টার, লিফলেট, ছবি ইত্যাদি) শিক্ষাবর্ষের শেষদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।
- ✓ এখানে উল্লেখ্য যে, শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ততা ও সার্বিক আচরণগত দিক মূল্যায়ন করার জন্য তাদের আচরণগত সূচক (BI) এর মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। এই সূচক ব্যবহার করে মূল্যায়নের পদ্ধতি পরবর্তীতে শিক্ষকদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✓ ২০২৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বাংলা বিষয়ের ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী বাংলা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।
- ✓ শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল প্রতিষ্ঠানে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা হবে।

গ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। **এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার**

অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনবারই ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভূজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন - নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			□	○	△
৭.১ পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যোগাযোগ করতে পারা।	৭.১.১	অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে	পাঠ্যবইয়ের পাঠ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় শনাক্ত করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে যোগাযোগের সময় আলোচনার বিষয় অনুযায়ী প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে
৭.২ ব্যক্তিক, সামাজিক পরিসরে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।	৭.২.১	পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের কমপক্ষে ২০টির অপ্রমিত উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোর প্রমিত রূপ নির্ধারণ করতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে ও পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৭.৩ শব্দের গঠন ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন সংগঠনের বাক্য (সরল, জটিল ও যৌগিক) তৈরি করতে পারা।	৭.৩.১	লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে	লেখা থেকে ৮ শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বিভিন্ন শব্দের কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা লেখা শনাক্ত করতে পারছে	নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা শনাক্ত করতে পারছে
	৭.৩.২	অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে	বাক্যে একই শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ প্রয়োগ করতে পারছে	শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য ও অনুচ্ছেদের বিভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দে ও বিপরীত শব্দে পরিবর্তন করতে পারছে
	৭.৩.৩	গঠন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে তা শনাক্ত করতে পারছে	গঠন অনুসারে বাক্যের ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিভিন্ন গঠনের বাক্য তৈরি করতে পারছে ও অনুচ্ছেদের যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে
৭.৪ প্রায়োগিক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝতে পারা এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা।	৭.৪.১	বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	নির্ধারিত ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজের মতো করে লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারছে
৭.৫ সাহিত্যের রূপরীতি বুঝে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে	৭.৫.১	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে	সাহিত্য পড়ে বিষয় ও বক্তব্য বুঝতে পারছে	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।		সম্পর্কিত করতে পারছে		পারছে	অন্যের মতের সাথে যাচাই করতে পারছে
	৭.৫.২	সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করতে পারছে
	৭.৫.৩	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের রচনাটি সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যাচাই করতে পারছে
৭.৭ কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা।	৭.৬.১	নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এর যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করতে পারছে	যথাযথ প্রশ্ন করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে	তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তথ্যের যথার্থতা যাচাই করতে পারছে
	৭.৬.২	নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি মতের পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে	যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি অন্যের মতামত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারছে

পরিশিষ্ট ২

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট

৭ম শ্রেণির নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হল। শিক্ষক কোন অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার সূচকে ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে দেওয়া আছে। একটা বিষয়ে বিশেষভাবে মনে রাখা জরুরি যে, **শিক্ষার্থী বাংলার বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান কতটা মুখস্ত করতে পারছে, শিক্ষক কখনই তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণ করবেন না। বরং পারদর্শিতার সূচক অনুযায়ী যে ধরনের সক্ষমতা (জ্ঞান,দক্ষতা,দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) প্রাসঙ্গিক, তার ওপর শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণ করবেন।** এক্ষেত্রে পাঠ্যবই বা অন্য যে কোনো নির্ভরযোগ্য রিসোর্স থেকে তথ্য নিয়ে কীভাবে সেই তথ্য শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ব্যবহার করছে তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে পারদর্শিতা দেখে শিক্ষক তার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন তা 'শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক' -এ দেওয়া আছে। একইসাথে, যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করে এই ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি ছকের ডান পাশে উল্লেখ আছে। পরিশিষ্ট-৩ এ শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের একটা ফাঁকা ছক দেওয়া আছে। ঐ ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে শিক্ষক প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যবহার করতে পারবেন।

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ১ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগ করি**		**শ্রেণি : ৭ম**		**বিষয় : বাংলা**
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৭.১.১ অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে	পাঠ্যবইয়ের পাঠ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় শনাক্ত করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে যোগাযোগের সময় আলোচনার বিষয় অনুযায়ী প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে	- ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যোগাযোগের অনুশীলন করা। - যে কোনো পরিস্থিতিতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নিয়ে তালিকা প্রস্তুত করা। - বয়স, মর্যাদা ও সম্পর্ক অনুযায়ী বাক্যে সর্বনাম এবং ক্রিয়াশব্দ প্রয়োগ করা। - ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগের উদাহরণ অনুসন্ধান। - পড়ে কী বুঝলাম - যোগাযোগে প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা খুঁজে বের করা। - প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে যোগাযোগের অনুশীলনী করা।
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	‘পড়ে কী বুঝলাম’ এবং ‘প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা খুঁজি’ অনুশীলনীর উপযুক্ত উত্তর উপস্থাপন করছে	‘পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগ’ নিয়ে ভূমিকাভিনয়ের সময় পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী অপর চরিত্র/চরিত্রগুলোর বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করছে	প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তৃতা উপস্থাপন করছে	

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ২ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : প্রমিত ভাষায় কথা বলি**		**শ্রেণি : ৭ম**		**বিষয় : বাংলা**
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৭.২.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের কমপক্ষে ২০টির অপ্রমিত উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোর প্রমিত রূপ নির্ধারণ করতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে ও পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে	– আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে এককভাবে প্রমিত ভাষায় বক্তব্য অনুশীলন – প্রমিত উচ্চারণের সাথে নিজের উচ্চারণের পার্থক্য তৈরি – ধ্বনির ঘোষ,অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ উচ্চারণ নিয়ে অনুশীলন – কবিতা আবৃত্তি ও কবিতার অর্থ নিয়ে আলোচনা – কবিতার শব্দ থেকে নির্দিষ্ট উচ্চারণের পার্থক্য শনাক্ত করা ও উচ্চারণের যথার্থতা যাচাই – আঞ্চলিক বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রুপান্তর ইত্যাদি – ‘কত দিকে কত কারিগর’ গল্প পাঠ – গল্প থেকে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ অনুশীলন করা – গল্প থেকে আঞ্চলিক বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর করা। – প্রমিত ভাষার চর্চা (আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রমিত ভাষায় কথা বলার অনুশীলন) করা।
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	২য় অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত ‘শব্দ খুঁজি’ অনুশীলনের সময় নিজের ২০টি অপ্রমিত উচ্চারণ নির্ধারণ করছে। ২য় অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত ‘আঞ্চলিক ভাষা’ অনুশীলনীর উপযুক্ত উত্তর প্রস্তুত করছে।	২য় অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত ‘ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি’ অনুশীলনীর শব্দের সঠিক উচ্চারণ করছে। ২য় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে প্রদত্ত ‘শব্দের উচ্চারণ’ অনুশীলনের সময় প্রমিত উচ্চারণ করছে। শ্রেণিকক্ষে সরব পাঠের সময় প্রমিত উচ্চারণ করছে।	নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নমুনা বক্তব্য উপস্থাপনের সময় অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় উপস্থাপন করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৩,৪ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : শব্দের শ্রেণি ও বাক্যের শ্রেণি, শব্দের গঠন**		**শ্রেণি : ৭ম**		**বিষয় : বাংলা**
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৭.৩.১ লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে	লেখা থেকে ৮ শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বিভিন্ন শব্দের কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা লেখা শনাক্ত করতে পারছে	নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা শনাক্ত করতে পারছে	৩য় অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ – নমুনা অনুচ্ছেদ থেকে শ্রেণি অনুযায়ী ৮ ধরনের শব্দ শনাক্ত করা। ৩য় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ – নমুনা অনুচ্ছেদ ও পাঠ্যবইয়ের অংশবিশেষ থেকে সমাস-সাধিত শব্দ, উপসর্গ-সাধিত শব্দ, এবং প্রত্যয়-সাধিত শব্দ শনাক্ত করা ও বানানো। – নিজে থেকে অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে সেখানে সমাস-সাধিত শব্দ, উপসর্গ-সাধিত শব্দ, এবং প্রত্যয়-সাধিত শব্দ চিহ্নিত করা।
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	৩য় অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদের ‘শ্রেণি অনুযায়ী শব্দ আলাদা করি’ অনুচ্ছেদ হতে ৮ ধরনের শব্দ (বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক, আবেগ) শনাক্ত করছে।	৩য় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদের নমুনা ১,২,৩ থেকে সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ শনাক্ত করতে পারছে ও শব্দ বানাতে পারছে।	নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ শব্দ নির্ধারণ করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৫ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : শব্দের অর্থ**		**শ্রেণি : ৭ম**		**বিষয় : বাংলা**
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৭.৩.২ অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে	বাক্যে একই শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ প্রয়োগ করতে পারছে	শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য ও অনুচ্ছেদের বিভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দে ও বিপরীত শব্দে পরিবর্তন করতে পারছে	৩য় অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদ – বাক্যে শব্দের মুখ্য অর্থ এবং গৌণ অর্থের প্রয়োগ করা। – পাঠ্য বইয়ে দেওয়া শব্দের তালিকা থেকে প্রতিশব্দ আলাদা করা। – অনুচ্ছেদে প্রতিশব্দের প্রয়োগ। – বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ। – বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ।
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	‘অর্থ বুঝি বাক্য লিখি’ অনুশীলনী হতে বাক্যে একই শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ প্রয়োগ করছে। নিজে থেকে শব্দ খুঁজে সেগুলোর মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ নির্ধারণ করছে।	অনুচ্ছেদ বা বাক্য থেকে নির্দিষ্ট শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ নির্ধারণ করছে।	বাক্য তৈরির সময় একই শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ ব্যবহার করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক			
অভিজ্ঞতা নং : ৬,৭ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : যতিচিহ্ন, বাক্য**		**শ্রেণি : ৭ম**	**বিষয় : বাংলা**

পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৭.৩.৩ গঠন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে তা শনাক্ত করতে পারছে	গঠন অনুসারে বাক্যের ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিভিন্ন গঠনের বাক্য তৈরি করতে পারছে ও অনুচ্ছেদের যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদ – যতিচিহ্ন সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান – কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে অনুসন্ধান – নমুনা অনুচ্ছেদে বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের প্রয়োগ অনুশীলন করা। – বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের ব্যবহার রয়েছে এমন একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করা। ৩য় অধ্যায়ের ৫ম পরিচ্ছেদ – বাক্য সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান – পাঠ্য বইয়ে প্রদত্ত একই অর্থ প্রকাশ করছে কিন্তু গঠনগত ভিন্নতা আছে এমন বাক্যগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা। – পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত নমুনা বাক্যগুলো গঠন অনুসারে কোনটি কী ধরনের বাক্য শনাক্ত করা ও কারণ ব্যাখ্যা করা। – গঠন অনুসারে ৩ ধরনের বাক্য তৈরি করা।
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	‘কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে’ অনুশীলনী হতে যতিচিহ্নের সঠিক প্রয়োগ নির্ধারণ করছে।	নমুনা বাক্যের তালিকা থেকে গঠন অনুসারে ৩ ধরনের বাক্য শনাক্ত করছে ও কারণ ব্যাখ্যা করছে।	যতিচিহ্ন নেই এমন অনুচ্ছেদে ও নিজে থেকে অনুচ্ছেদ তৈরি করি সেখানে সঠিক যতিচিহ্ন প্রয়োগ করছে। নিজে থেকে ৩টি ভিন্ন গঠনের একাধিক বাক্য প্রস্তুত করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৮,৯ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : চারপাশের লেখার সাথে পরিচিত হই, প্রায়োগিক লেখা**			**শ্রেণি : ৭ম**	**বিষয় : বাংলা**
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৭.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	নির্ধারিত ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজের মতো করে লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারছে	৪র্থ অধ্যায় – পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছবিসহ বিভিন্ন ধরনের লেখা কী নামে পরিচিত, লেখা পড়ে কী বুঝলাম, এবং এর ব্যবহার শনাক্তকরণ। – দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বইপত্রের বাইরের বিভিন্ন রকম প্রায়োগিক লেখা শনাক্তকরণ ও অনুসন্ধান – প্রায়োগিক লেখা (পোষ্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, বিলবোর্ড, নোটিশ, লিফলেট, মোড়কের লেখা, বিজ্ঞাপন, আমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি) প্রস্তুত করা ৫ম অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ – চিঠি: পড়ে কী বুঝলাম – চিঠি: বলি ও লিখি – চিঠি সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান। – চিঠি লেখার জন্য বিবেচ্য নিয়ে আলোচনা ও পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত চিঠি বিশ্লেষণ। – নিজে নিজে চিঠি লেখা।
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	বিভিন্ন ধরনের প্রায়োগিক লেখা (পোষ্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, বিলবোর্ড, নোটিশ, লিফলেট, মোড়কের লেখা, বিজ্ঞাপন, আমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি) প্রস্তুত করছে।	৫ম অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ -এর ‘পড়ে কী বুঝলাম’ এবং ‘বলি ও লিখি’ অনুশীলনীর উপযুক্ত উত্তর প্রস্তুত করছে।	চিঠি সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করছে ও নিজের ভাষায় চিঠি লিখছে	

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ১০,১১ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : বিবরণমূলক লেখা, তথ্যমূলক লেখা**			**শ্রেণি : ৭ম**	**বিষয় : বাংলা**
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৭.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	নির্ধারিত ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজের মতো করে লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারছে	৫ম অধ্যায়, ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ – পিরামিড: পড়ে কী বুঝলাম – পিরামিড: বলি ও লিখি – লেখা নিয়ে মতামত: ‘পিরামিড’ লেখায় লেখকের বক্তব্যের সাথে নিজের ধারণার মিল-অমিল বিশ্লেষণ করা। – নিজের এলাকার অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরানো কোনো স্থাপত্য সম্পর্কে বিবরণমূলক লেখা প্রস্তুত করা। – জগদীশচন্দ্র বসু: পড়ে কী বুঝলাম – জগদীশচন্দ্র বসু: বলি ও লিখি – লেখা নিয়ে মতামত: ‘জগদীশচন্দ্র বসু’ লেখায় লেখকের বক্তব্যের সাথে নিজের ধারণার মিল-অমিল বিশ্লেষণ করা। – তথ্যমূলক রচনা লিখি: নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্যমূলক লেখা প্রস্তুত করা।
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	নিজের এলাকার পুরানো স্থাপত্য এবং বিদ্যালয় নিয়ে লেখা প্রস্তুত করছে	৫ম অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ -এর ‘পড়ে কী বুঝলাম’ এবং ‘বলি ও লিখি’ অনুশীলনীর উপযুক্ত উত্তর প্রস্তুত করছে।	৫ম অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ - এর ‘লেখা নিয়ে মতামত’ অনুশীলনীর জন্য নিজের ভাষায় মতামত প্রস্তুত করছে	

পরিশিষ্ট ৩

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ প্রতি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নেবেন।

উদাহরণ:

'প্রমিত ভাষায় কথা বলি' শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের সুবিধার্থে একটি পারদর্শিতার সূচক নির্বাচন করা হয়েছে, সেটি হলো ৭.২.১ (পরিশিষ্ট-২ দেখুন)। শিক্ষক উক্ত শিখন অভিজ্ঞতার টপশিটের সাথে পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া ছকটি পূরণ করে ব্যবহার করবেন। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা কীভাবে রেকর্ড করবেন তা দেখানো হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম :					তারিখ:
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণি :	৭ম	বিষয় :	বাংলা	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম :	প্রমিত ভাষায় কথা বলি				মোঃ আকরাম হোসেন

		প্রযোজ্য PI নং					
রোল নং	নাম	৭.২.১					
০১	মোহনা চৌধুরী	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০২	রাসেল আহমেদ	■○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৩	অমিত কুণ্ডু	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৪	নিলুফার ইয়াসমিন	■○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৫	শিউলি সরকার	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৬	পার্থ রোজারিও	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

প্রতিষ্ঠানের নাম :					তারিখ:
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণি :	৭ম	বিষয় :	বাংলা	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম :					

রোল নং	নাম	প্রযোজ্য PI নং					
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		প্রযোজ্য PI নং					
রোল নং	নাম						
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৪

ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি : সপ্তম**	**বিষয় : বাংলা**	**শিক্ষকের নাম :**

পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা

পারদর্শিতার সুচক	**শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা**		
৭.১.১ অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে	□	○	△
	পাঠ্যবইয়ের পাঠ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় শনাক্ত করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে যোগাযোগের সময় আলোচনার বিষয় অনুযায়ী প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে
৭.২.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে	□	○	△
	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের কমপক্ষে ২০টির অপ্রমিত উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোর প্রমিত রূপ নির্ধারণ করতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে ও পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৭.৩.১ লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে	□	○	△
	লেখা থেকে ৮ শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বিভিন্ন শব্দের কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা লেখা শনাক্ত করতে পারছে	নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা শনাক্ত করতে পারছে
৭.৩.২ অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে	□	○	△
	বাক্যে একই শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ প্রয়োগ করতে পারছে	শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য ও অনুচ্ছেদের বিভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দে ও বিপরীত শব্দে পরিবর্তন করতে পারছে
৭.৩.৩ গঠন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	□	○	△
	কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে তা শনাক্ত করতে পারছে	গঠন অনুসারে বাক্যের ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিভিন্ন গঠনের বাক্য তৈরি করতে পারছে ও অনুচ্ছেদের যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে
৭.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	□	○	△
	নির্ধারিত ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজের মতো করে লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারছে
৭.৫.১ সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে	□	○	△
	সাহিত্য পড়ে বিষয় ও বক্তব্য বুঝতে পারছে	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে অন্যের মতের সাথে যাচাই করতে পারছে

পারছে			
৭.৫.২ সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	□	○	△
	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করতে পারছে
৭.৫.৩ নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে	□	○	△
	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের রচনাটি সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যাচাই করতে পারছে
৭.৬.১ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এর যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছে	□	○	△
	নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করতে পারছে	যথাযথ প্রশ্ন করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে	তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তথ্যের যথার্থতা যাচাই করতে পারছে
৭.৬.২ নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে	□	○	△
	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি মতের পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে	যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি অন্যের মতামত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারছে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

মূল্যায়ন পদ্ধতি

মূল্যায়ন

- কেন: শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা অর্থাৎ শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন
- কে করবেন: শিক্ষক, সহপাঠি, অভিভাবক, অংশিজন
- কোথায়: শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয়, পরিবারে, বিভিন্ন ইভেন্ট, কমিউনিটি স্পেসে
- কী: প্রত্যাশিত যোগ্যতা- প্রত্যাশিত যোগ্যতা মূল্যায়নে পারদর্শিতার সূচক মূল্যায়ন
- কীভাবে: শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

- শিখনকালীন
  - গাঠনিক মূল্যায়ন
  - অভিজ্ঞতা/অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন

- সামষ্টিক মূল্যায়ন
  - ষান্মাসিক মূল্যায়ন
  - বাৎসরিক মূল্যায়ন

জীবন ও জীবিকা- ৬ষ্ঠ শ্রেণি

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

একক যোগ্যতা	সূচক/ নির্দেশক (PI)	পারদর্শিতার মাত্রা		
		□	○	△
৬.১ নিজের পছন্দ যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।	৬.১.১ নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো আংশিক নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে সম্পর্কহীন নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো যথাযথভাবে নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে আংশিক সংশ্লিষ্ট নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো যথাযথভাবে নির্ণয় করে নিজ সম্পর্কে অপরের ধারণা বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
	৬.১.২নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা	লক্ষ্যের সাথে তেমন সম্পর্ক নেই এমন আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যথাযথ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে
৬.৩ দলীয়ভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক/ স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের এাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলীয়ভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	৬.৩.১. কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করার চেষ্টা করে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলীয়কাজে নিজের মতামত প্রদান করে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলীয়কাজে নিজের মতামত প্রদান করে, নিজের কাজের বিষয়ে অন্যের মতামত শুনতে আগ্রহী এবং অন্যকে দলীয় কাজে সহায়তা করে।
৬.৪ নিজ ও পারিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করা এবং বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া।	৬.৪.১ নিজের কাজ নিজে করা	নিজের কাজ মাঝে মাঝে করা।	নিজের সকল কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়মিত করা।	নিজের সকল কাজ স্বতঃস্ফূর্ত ও সুচারুভাবে নিয়মিত করা।
	৬.৪.২ পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করা	পারিবারিক কাজে মাঝে মাঝে সহায়তা করা।	পারিবারিক কাজে নিয়মিতভাবে সহায়তা করা।	পারিবারিক কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ও নিয়মিতভাবে সহায়তা করা।

প্রতিষ্ঠানের নাম

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক

অভিজ্ঞতা নং: ১ শ্রেণিঃ ৬ষ্ঠ বিষয়: বিজ্ঞান শিক্ষকের নাম

অভিজ্ঞতার শিরোনাম আকাশ কত বড়

পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা				
PI নম্বর	□	○	Δ	প্রমানক
৬.৭.১	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্বসমূহহের নাম উল্লেখ করছে	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও তত্ত্ব শনাক্ত করছে	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও তত্ত্ব শনাক্ত করে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছে	অনুশীলন বই পৃষ্ঠা ৯ এবং ১২ এর কাজ
৬.৭.২	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ে বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণের আলোকে তত্ত্বসমূহ যাচাই করছে	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ে বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণের আলোকে তত্ত্বসমূহ যাচাই ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ে বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণের আলোকে তত্ত্বসমূহ যাচাই ও যুক্তিসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে	অনুশীলন বই পৃষ্ঠা ৯, ১৪ ও ১৫ এর কাজ
৬.১.১	যথাযথ প্রমাণ উল্লেখ ছাড়াই অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করছে	প্রমাণ উল্লেখ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে কিন্তু প্রমাণের পক্ষে যথাযথ যুক্তি দিতে পারছে না	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে যথাযথ প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করছে	অনুশীলন বই পৃষ্ঠা ১৪ ও ১৫ এর কাজ
৬.১.২	বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিবর্তন/বিবর্তনের ধারা বর্ণনা করছে কিন্তু তার যুক্তিপ্রমাণ মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে	বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিবর্তনের/বিবর্তনের পক্ষে/বিপক্ষে মতামত দিচ্ছে কিন্তু যথাযথ যুক্তিপ্রমাণ দিতে পারছে না	প্রমাণের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যে পরিবর্তন হয় তার পক্ষে যথাযথ যুক্তি দিচ্ছে	অনুশীলন বই পৃষ্ঠা ১২ ও ১৪ এর কাজ

পরিশিষ্ট ৩ শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

শিখনকালীন মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ছক দেয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নেবেন।

উদাহরণ: জীবন ও জীবিকা বিষয়ে মোট সাতটি ইউনিটভিত্তিক ১২ টি PI রয়েছে। ইউনিটভিত্তিক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা কীভাবে রেকর্ড করবেন নিচে তা দেখানো হয়েছে।

	প্রতিষ্ঠানের নাম		শিখন অভিজ্ঞতভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
শ্রেণি	ষষ্ঠ শ্রেণি	শাখা		বিষয়	জীবন ও জীবিকা		শিক্ষকের স্বাক্ষর
শিক্ষকের নাম							

রোল নং	নাম	PI ৬.১.১	PI ৬.১.২	PI ৬.২.১	PI ৬.২.২	PI ৬.৩.১	PI ৬.৪.১	PI ৬.৪.২	PI ৬.৫.১	PI ৬.৬.১	PI ৬.৬.২	PI ৬.৭.১	PI ৬.৭.২
০১	মোহনা চৌধুরী	□●△	■○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০২	রাসেল আহমেদ	□●△	■○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৩	অমিত কুণ্ডু	□○▲	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৪	নিলুফার ইয়াসমিন	■○△	■○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন: ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	শ্রেণি: ষষ্ঠ	বিষয়: জীবন ও জীবিকা	শিক্ষকের নাম:

পারদর্শিতার সুচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শীতার মাত্রা		
	□	○	△
৬.১.১ নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো আংশিক নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে সম্পর্কহীন নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো যথাযথভাবে নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে আংশিক সংশ্লিষ্ট নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো যথাযথভাবে নির্ণয় করে নিজ সম্পর্কে অপরের ধারণা বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
৬.১.২নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা	□	○	△
	লক্ষ্যের সাথে তেমন সম্পর্ক নেই এমন আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যথাযথ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে
৬.৩.১. কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া	□	○	△
	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করার চেষ্টা করে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলীয়কাজে নিজের মতামত প্রদান করে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলীয়কাজে নিজের মতামত প্রদান করে, নিজের কাজের বিষয়ে অন্যের মতামত শুনতে আগ্রহী এবং অন্যকে দলীয় কাজে সহায়তা করে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

www.nctb.gov.bd

স্মারক নং: শিঃ উঃ কাউশিই/৬৮/২০০২ইং(পার্ট-১)/৯৯০

তারিখ: ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ১২ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সেসিপ কর্তৃক পরিচালিত চলমান ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ নির্দেশনা পরিবর্তন প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেসিপ কর্তৃক পরিচালিত ৬ দিনব্যাপি বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের অবশিষ্ট চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দিনের প্রশিক্ষণ নির্দেশনা পরিবর্তন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ এ বর্ণিত মূল্যায়ন নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক প্রস্তুতকৃত নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী পরবর্তী কার্যার্থে এ সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী ব্যাচসমূহের জন্য পূর্ণাঙ্গ ছয়দিনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী পরবর্তীতে প্রেরণ করা হবে।

১২/৬/২০২৩

(প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
ফোন: ২২৩৩-৮৫৪৩২
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
বাংলাদেশ

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ:
যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক
সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

সংযুক্ত: বর্ণনামতে